



Policy Evaluation & Formulation

Change-Innovation-Reform Action Plan (CIRAP)

A Co-creation of 119th Senior Staff Course

Theme 1:
Citizen Service Delivery

Theme 2:
Knowledge Management & Skills

**Theme 3:
Policy Evaluation & Formulation**

Theme 4:
Performance & Efficiency Management

Theme 5:
Interconnectedness through Digital Transformation

Theme 6:
Transparency, Effectiveness & Accountability



Bangladesh Public Administration Training Centre

Managing Knowledge for Improved Performance

পরিবর্তন-উদ্ভাবন-সংস্কার উদ্যোগ বাস্তবায়ন কর্মপরিকল্পনা

পাইলট উদ্যোগ ০১:

গ্রামীণ যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নয়নে বন্যা নিয়ন্ত্রণ অবকাঠামোসমূহের টেকসই ব্যবহার নিশ্চিতকরণ কৌশল প্রণয়ন

পাইলট উদ্যোগ ০২:

স্কুল ও কলেজ শিক্ষার্থীদের জন্য বঙ্গভবন দর্শন নীতিমালা প্রণয়ন

পাইলট উদ্যোগ ০৩:

বাংলাদেশে শিশুশ্রম নিরসনে সরকারি উদ্যোগ বাস্তবায়নে টেকসই কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন

পাইলট উদ্যোগ ০৪:

পরিকল্পনা কমিশনের ভৌত অবকাঠামো বিভাগের রেলপথ অনুবিভাগের আওতাধীন প্রকল্পের ডিপিপি প্রণয়ন ও এপ্রাইজাল ম্যানুয়াল তৈরি

পাইলট উদ্যোগ ০৫:

টেকসই রাজস্ব ব্যবস্থাপনার জন্য রাষ্ট্রায়ত্ত্ব প্রতিষ্ঠানের লভ্যাংশ নীতি (Dividend Policy) প্রণয়ন কৌশল

পাইলট উদ্যোগ ০৬:

বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চলের ওয়ান স্টপ সার্ভিস (OSS) কার্যকরীকরণ



মো: রবিউল আলম

যুগ্মসচিব
পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়

গ্রামীণ যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নয়নে বন্যা নিয়ন্ত্রণ অবকাঠামোসমূহের টেকসই ব্যবহার নিশ্চিতকরণ কৌশল প্রণয়ন

❖ সারসংক্ষেপ

বাংলাদেশ একটি নদী বহুল দেশ যেখানে প্রায় প্রতি বছরই বন্যা গ্রামীণ জীবনে প্রভাব ফেলে। এ প্রেক্ষাপটে বন্যা নিয়ন্ত্রণ অবকাঠামো যেমন বাঁধ, স্লইস গেইট, পোল্ডার, বেড়ীবাঁধ বন্যা নিয়ন্ত্রণের পাশাপাশি গ্রামীণ যোগাযোগ ব্যবস্থায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। যা গ্রামীণ আর্থসামাজিক উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখছে।

❖ গভর্নেন্স সমস্যার বিবরণ

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের অধীন বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড প্রতিষ্ঠার পর থেকে দেশের বন্যা কবলিত অঞ্চলের ভাঙনরোধ, কৃষি-সেচ, ভূমি উদ্ধারসহ দেশের আর্থসামাজিক ও অবকাঠামোগত উন্নয়নে ব্যপক কাজ করে যাচ্ছে। এই সকল অবকাঠামোগত উন্নয়নের মধ্যে বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ, উপকূলীয় বাঁধ ও পোল্ডার অন্যতম। এই সকল বন্যা নিয়ন্ত্রণ অবকাঠামো গ্রামীণ জনপদের যোগাযোগ ব্যবস্থায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের সর্বশেষ পরিসংখ্যান অনুযায়ী প্রায়-২৩২৯০কিমি বন্যা নিয়ন্ত্রণ অবকাঠামো রাস্তা হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। এই সকল রাস্তার সঠিক ডাটাবেস, ইউনিক আইডি, মালিকানা এবং সঠিক ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত যথাযথ কার্যক্রম অনুপস্থিত। এর ফলে এই সকল অবকাঠামো কবে থেকে রাস্তা হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে এবং স্থানীয় সরকার বিভাগ, সড়ক ও জনপথ বিভাগ কোন কোন বাঁধের উপর কার্পেটিংসহ রাস্তার কাজ করেছে এবং পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন আছে কি না প্রভৃতি বিষয়ের কোন বিস্তারিত সঠিক তথ্য রক্ষিত নাই। যে কারণে এই সকল বন্যা নিয়ন্ত্রণ অবকাঠামোর স্থায়িত্ব বজায় রাখা এবং প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়নে দ্বৈততা ও বিভিন্ন জটিলতার সৃষ্টি হচ্ছে।

❖ ফলাফল

এই সকল রাস্তার ব্যবস্থাপনা যথাযথভাবে না হওয়ায় বন্যা নিয়ন্ত্রণ অবকাঠামোগুলো টেকসই হয় না। এই সকল স্থানে নতুন প্রকল্প বাস্তবায়নে দ্বৈততা ও বিভিন্ন জটিলতার সৃষ্টি হয়। এ ছাড়াও প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থাসমূহের মধ্যে সমন্বয়হীনতার কারণে প্রকল্প বাস্তবায়নের গতি হ্রাস পায়।

📌 সংস্কার উদ্যোগের বর্ণনা

এই উদ্যোগের মাধ্যমে যে সকল বন্যা নিয়ন্ত্রণ অবকাঠামো গ্রামীণ রাস্তা হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে প্রতিটির জন্য একটি করে ইউনিক আইডি প্রদান করা;

রাস্তার অবকাঠামো, অবস্থান, দৈর্ঘ্য-প্রস্থ, নির্মাণকাল ও অন্যান্য কারিগরি বিষয় সংক্রান্ত উপাত্ত ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মের অন্তর্ভুক্ত করা;

এই সকল রাস্তার মালিকানা ও ব্যবস্থাপনার বিষয়টি সুনির্দিষ্ট করা;

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, স্থানীয় সরকার বিভাগ ও সওজ এর মধ্যে সমন্বয় নিশ্চিত করা;

যে সকল বন্যা নিয়ন্ত্রণ অবকাঠামো রাস্তা হিসেবে ব্যবহৃত হবে, সেগুলোর ডিজাইন, কারিগরি দিক বিশেষভাবে বিবেচনা করার কৈশল প্রণয়ন;

স্থানীয় সরকার বিভাগ ও সওজ এর রাস্তার আইডি এর সাথে যাচাই করে পানি উন্নয়ন বোর্ডের রাস্তার আইডি প্রণয়ন করা- যাতে দ্বৈততা পরহার করা যায়;

জ) পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের আইটি বিভাগ ও ডাটা এনালিস্ট কর্তৃক রাস্তার ইউনিক আইডি সিস্টেমের ডিজাইন, ডাটাবেস তৈরী ও সংরক্ষণ এবং রিয়েলটাইম ডাটা ইনপুট নিশ্চিত করা;

ঝ) স্থানীয় প্রশাসন, ইউনিয়ন পরিষদ, সংশ্লিষ্ট ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান ও স্থানীয় জনসাধারণ সার্বিক সহযোগিতা করবেন।

স্থানীয় সুবিধাজোগী ও অংশীজনদের ব্যবস্থাপনার সাথে সম্পৃক্ত করা;

ফলাফল

রাস্তাগুলোর সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত করা সম্ভব হবে, স্থায়িত্ব বৃদ্ধি পাবে। সঠিক/উপযুক্ত ব্যবস্থাপনার অধীন আনা সম্ভব হবে ফলে তদারকি, মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষন নিয়মিত হবে। যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নয়নের মাধ্যমে গ্রামীণ আর্থসামাজিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত হবে।

📌 সংস্কার উদ্যোগের প্রস্তাবিত পরিসংখ্যান

ক) পাইলট উদ্যোগের শিরোনাম-

গ্রামীণ যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নয়নে বন্যা নিয়ন্ত্রণ অবকাঠামোসমূহের টেকসই ব্যবহার নিশ্চিতকরণ কৌশল প্রণয়ন

খ) কোন প্রতীক উদ্যোগটি বাস্তবায়ন করবে-

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড

গ) কোথায় পাইলটিং হবে এবং পাইলটিং বিবেচনার যৈতিকতা-

বরিশাল জেলায়। বরিশাল একটি নদী বেষ্টিত জেলা। এই জেলায় উল্লেখযোগ্য পরিমাণ নদ-নদী থাকায় ভাঙনের হার ব্যপক। সে কারণে বিগত কয়েক দশকে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ, বেরীবাঁধ, পোল্ডার এবং কাঁচা-পাকা রাস্তা বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক নির্মিত হয়েছে। এই সকল স্থাপনা একদিকে যেমন বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নদী ভাঙনরোধে কাজ করেছে, তেমনি এই সব এলাকার যোগাযোগ ব্যবস্থায় রাস্তা হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। এই সকল রাস্তার একক ব্যবস্থাপনা না থাকার কারণে বন্যা নিয়ন্ত্রণ অবকাঠামোসমূহ হুমকির সন্মুখীন। যে কারণে রাস্তা হিসেবে ব্যবহৃত এই সকল বন্যা নিয়ন্ত্রণ অবকাঠামোর একক ব্যবস্থাপনার অধীনে ইউনিক আইডি দিয়ে ট্র্যাকিং এবং ডাটাবেস তৈরী করে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মের সাথে সংযুক্ত করার মাধ্যমে টেকসই করা সম্ভব। এই অঞ্চলে পাইলটিং বাস্তবায়নের মাধ্যমে প্রকল্পের সঠিকতা ও কার্যকারিতা যাচাই করা সহজ হবে। এর ফলাফলের উপর ভিত্তি করে সমগ্র বাংলাদেশে এই কার্যক্রম সম্প্রসারণের জন্য একটি মডেল তৈরী হবে।

ঘ) পাইলটিং শুরু এবং সমাপ্তির সময় -

ডিসেম্বর ২০২৫ হতে মার্চ ২০২৬

ঙ) পাইলটিং এর ফলাফল -

এই অঞ্চলের রাস্তাগুলোর রক্ষণাবেক্ষণ সহজ ও সময় মতো সম্পন্ন হবে, বাঁধের স্থায়িত্ব বৃদ্ধি পাবে, জনগণের সম্পৃক্ততা বাড়বে, সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগের মধ্যে সমন্বয় বৃদ্ধি পাবে। এর ফলে নতুন প্রকল্প প্রণয়ন সহজ হবে এবং দ্বৈততা পরিহার করা সম্ভব হবে যার মাধ্যমে সরকারি অর্থ সাশ্রয় হবে এবং নতুন রাস্তা নির্মাণ হ্রাসকরণের মাধ্যমে কৃষি জমির ক্ষতি/হ্রাস রোধ করা সম্ভব হবে।

❖ পাইলট বাস্তবায়নে যারা সম্পৃক্ত থাকবেন এবং যে ভাবে কর্তব্য পালন করবেন

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, স্থানীয় সরকার বিভাগ, সওজ, জেলা প্রশাসন বরিশাল, সংশ্লিষ্ট উপজেলা পরিষদ ও ইউনিয়ন পরিষদ

প্রতিটি রাস্তা (বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাধ, পোল্ডার, কাঁচাপাকা রাস্তা) জিওট্যাগ করে ডাটাবেইসে ইউনিক আইডি যুক্ত করা

রাস্তাগুলোর বর্তমান চিত্র, ড্রোন ও স্যাটেলাইট ইমেজ ইত্যাদি ডাটাবেইসে সংরক্ষণ

এ কাজে সরকারি অর্থ বরাদ্দের পাশাপাশি দেশি/বিদেশী উন্নয়ন অংশীদারদের নিকট হতে ফাণ্ড সংগ্রহ করা।

SWOT Analysis

শক্তি (Strengths):

বিদ্যমান বন্যা নিয়ন্ত্রণ অবকাঠামো
কারিগরি দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা সম্পন্ন পর্যাপ্ত জনবল
স্থানীয় উপকারভোগীদের সম্পৃক্ততা ও সহযোগিতা

দুর্বলতা (Weaknesses):

সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/ সংস্থার মধ্যে সমন্বয়হীনতা
রক্ষণাবেক্ষণে সমন্বয়ের অভাব
ভারী ও নিয়ম বহির্ভুক্ত যান চলাচল
ঘন ঘন প্রাকৃতিক দুর্যোগ
পর্যাপ্ত বাজেট এর অভাব

সুযোগ (Opportunity):

টেকসই গ্রামীণ যোগাযোগ ব্যবস্থা স্থাপন
রাস্তা নির্মাণে মূল্যবান কৃষি জমি ব্যবহার হ্রাস করণ
গ্রামীণ ব্যবসা বানিজ্য প্রসারে অগ্রণী ভূমিকা পালন
আর্থসামাজিক উন্নয়নে ভূমিকা পালনের মাধ্যমে দারিদ্র
হ্রাসে সহায়তা

ঝুঁকি (Threat):

আকস্মিক বন্যা
নদ-নদীর মরফলজিকাল পরিবর্তন
প্রায় সকল নদ-নদীর উৎস উজানে এবং ট্রান্স বাউণ্ডারী
হওয়ায় পানির প্রবাহ নিয়ন্ত্রণ করা অনেকটা দূরহ
বন্যানিয়ন্ত্রণ বাধ গুলির মাটির গঠন দুর্বল হওয়ায় রাস্তা
হিসেবে ব্যবহার টেকসই হয় না

🔗 পাইলট কার্যক্রম বাস্তবায়নে রিসোর্স এর ব্যবহার

১) মানবসম্পদ:

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, স্থানীয়সরকার বিভাগ, সওজ এর কর্মকর্তা এবং আইটি সেলের লোকবল।

২) প্রযুক্তি:

ওয়েবপোর্টাল ও মোবাইল App
জিপিএস/জি আই এস ম্যাপিংটুলস
ড্রোন

৩) আর্থিক:

সরকারি বরাদ্দ
উন্নয়ন অংশীদার (WB, ADB, UNDP, JAICA, KOIKA)
অন্যান্য খাত ভিত্তিক কাউন্সিল এ প্রতিলিপির জন্য ব্যবহার করা হবে।

কাজে লাগানোর উপায় (পাইলটিং এ রিসোর্স কি ভাবে এবং কি প্রয়োজনে ব্যবহৃত হবে):

ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম তৈরিকরণে, প্রশিক্ষণে, মাঠপর্যায়ে তথ্য-উপাত্ত, ডিজিটাল ইমেজ এবং অন্যান্য স্থির ও ভিডিওচিত্র সংগ্রহে

🔗 পাইলট (সংস্কার) উদ্যোগটি বাস্তবায়নের বিস্তারিত রূপরেখা

গৃহীত কার্যক্রম	বাস্তবায়নকারি প্রতিষ্ঠান/ব্যক্তি	বাস্তবায়নকাল	সমন্বয় এর বিষয়/মন্তব্য
১) পাইলট প্রকল্পের পরিকল্পনা/রূপরেখা ও গাইডলাইন/নীতিমাল প্রণয়ন	পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়	২০ দিন	মন্ত্রণালয় ও সংশ্লিষ্ট বিভাগ ও প্রতিষ্ঠানসমূহের মতামতের ভিত্তিতে চূড়ান্তকরণ
২) পাইলট এলাকা নির্বাচন ও বন্যা নিয়ন্ত্রণ অবকাঠামোসমূহের তালিকা হতে রাস্তার প্রাথমিক তালিকা প্রণয়ন ও চূড়ান্তকরণ	বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, সংশ্লিষ্ট উপজেলা পরিষদ, ইউনিয়ন পরিষদ	১০ দিন	স্থানীয়প্রশাসন, সুবিধাভোগী, জনপ্রতিনিধি, স্থানীয়সরকার বিভাগ, সওজ এর সহযোগিতায় তালিকা চূড়ান্তকরণ
৩) সরেজমিনে বর্তমানে ব্যবহৃত পানি উন্নয়ন বোর্ডের রাস্তা হিসেবে ব্যবহৃত বন্যা নিয়ন্ত্রণ অবকাঠামোগুলোর উপাত্ত সংগ্রহ (ভৌত অবস্থা, জিপিএস ও স্যাটেলাইট নকশা, ইমেজ)	বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড	১৫ দিন	স্থানীয় প্রশাসন, স্থানীয় সরকার বিভাগ, সওজ
৪) ডাটাবেস ও ইউনিক আই ডি প্রস্তুতকরণ	আইটি শাখা পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড	১০ দিন	সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের আইটি বিশেষজ্ঞগণের সহযোগিতায়
৫) ডাটাবেইস চূড়ান্তকরণ, পরীক্ষণ ও উদ্বোধন	পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড	১৫ দিন	সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের আইটি বিশেষজ্ঞগণের সহযোগিতায়
৬) গেজেট প্রকাশ	বিজিপ্রেস	১০ দিন	সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃক যাচাই ও প্রকাশ
৭) স্থানীয় জনগণ (সুবিধাভোগী) এর মতামত (ফিডব্যাক) গ্রহণ ও মূল্যায়ন	পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় ও স্থানীয় প্রশাসন	১০ দিন	বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, স্থানীয় প্রশাসন, ইউনিয়ন পরিষদ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে

ঝুঁকি বিশ্লেষণ:

মৌসুমী বন্যা, আকস্মিক বন্যা এবং জলোচ্ছ্বাস এর সময়- মকাবিলায় আগাম প্রস্তুতি রাখা
অতিরিক্ত মালামাল পরিবহনকারী যান চলাচল রোধে স্থানীয় জনগণ, ইউপি এবং স্থানীয় প্রশাসনের যৌথ ব্যবস্থাপনায় কমিটি গঠন

পরিবর্তনের তত্ত্ব (Theory of Change):

Input- অবকাঠামোগত উন্নয়ন, স্থানীয় কমিউনিটি ও অংশীজনকে সম্পৃক্তকরণ, প্রশিক্ষণ
Activity- সংশ্লিষ্ট সকল সরকারি সংস্থার মধ্যে সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে অবকাঠামোগত উন্নয়ন, পরিবর্তন ও ইনোভেশন
Output- বন্যা নিয়ন্ত্রণ কাঠামোসমূহ টেকসই রেখে যোগাযোগ ব্যবস্থা সচল রাখা
Impact- গ্রামীণ জনগণের যোগাযোগ ব্যবস্থা সহজীকরণ এবং আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন সাধন।

❖ স্থায়ীকরণ (টেকসইকরণ) পদ্ধতি (Sustainability Strategies)

পাইলট সংস্কার উদ্যোগটি এগিয়ে নিয়ে যাওয়া, এর থেমে যাওয়া রোধ করা, মনিটরিং এবং এর রেল্লিকেট/রোলিং আউটসহ টেকসইকরণের লক্ষ্যে গৃহীত কৌশল-
গ্রামীণ যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নয়নে বন্যা নিয়ন্ত্রণ অবকাঠামোসমূহের টেকসই ব্যবহার নিশ্চিতকরণ কৌশল প্রণয়ন পাইলট কার্যক্রমটি বাস্তবায়নে সফলতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বেশকিছু কৌশল অবলম্বন করা আবশ্যিক হবে।

পানি উন্নয়ন বোর্ডের বন্যা নিয়ন্ত্রণ অবকাঠামোসমূহের গ্রামীণ যোগাযোগ ব্যবস্থায় অবদান সম্পর্কে অবহিতকরণ কৌশল:

পানি উন্নয়ন বোর্ডের বাঁধ রাস্তা হিসেবে ব্যবহার করার বিষয়টি সর্বসাধারণকে অবহিত করা
সোসাল মিডিয়া, প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় প্রচার
স্থাপনাগুলোর রক্ষণাবেক্ষনে উপকারভোগীদের অংশগ্রহণমূলক সচেনতা বাড়ানো
এই সকল বাঁধগুলোর গ্রামীণ যোগাযোগ ও আর্থসামাজিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে ভূমিকা সম্পর্কে জনগণকে অবহিতকরণ

মনিটরিং কৌশলঃ (কে পি আই):

রিয়েলটাইম ডাটাবেইস ভিত্তিক ইলেকট্রনিক ড্যাশবোর্ড স্থাপন
পানি উন্নয়ন বোর্ড ও স্থানীয় কমিউনিটির সমন্বয়ে যৌথ মনিটরিং কার্যক্রম
সুবিধাভোগীদের ফিডব্যাক গ্রহণ সম্পর্কিত মেকানিজম ডেভেলপ

কার্যক্রম চলমান রাখা:

পাইলট কার্যক্রমের ফলপ্রসূ হলে এর ধারাবাহিকতা বজায় রাখা
আইন ও নীতিগত কাঠামোর মাধ্যমে স্থায়িত্ব দেয়া
উন্নয়ন সহযোগী ও বেসরকারি অংশীদারদের সম্পৃক্ত করা

রেল্লিকেশন ও রোলিং আউট:

পাইলট কার্যক্রমের সফলতার পর অন্যান্য জেলায় কার্যক্রম গ্রহণ
কেন্দ্রীয় ডাটাবেসকে ন্যাশনাল রোড ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমে এর সাথে
সংযুক্তকরণ

টেকসই:

নিয়মিত হালনাগাদকরণ
রিয়েল টাইম ডাটাবেইস সিস্টেম সক্রিয় রাখতে রক্ষণাবেক্ষন তহবিল সৃষ্টি
অংশীদারিত্ব চুক্তি (MOU)

❖ কে পি আই এবং ফলাফল ভিত্তিক সূচক (Key performance Indicator)

ক্রমিক	সূচক (কে পি আই)	লক্ষ্য	পরিমাপক
১	বন্যা নিয়ন্ত্রণ অবকাঠামো সচল/টেকসই রাখা	১০০%	রিয়েল টাইম ডাটাবেইস ভিত্তিক মনিটরিং রিপোর্ট
২	বন্যা নিয়ন্ত্রণ অবকাঠামোসমূহে মানুষ ও যানচলাচল স্বাভাবিক রাখা	১০০%	ফিল্ড রিপোর্ট ও রিয়েল টাইম ডাটাবেইস ভিত্তিক মনিটরিং রিপোর্ট
৩	অতিরিক্ত পণ্য ও যাত্রী বোঝাই পরিবহন রোধকরণ	১০০%	গঠিত কমিটির নিয়মিত চেকিং ও রিপোর্ট
৪	স্থানীয় উপকারভোগী কমিটি গঠন	প্রতি ইউনিয়নে ৩টি করে কমিটি গঠন	MOU ও নিয়মিত সভার কার্যবিবরণী
৫	বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, স্থানীয় সরকার বিভাগ, সওজ এর যৌথ কার্যক্রম গ্রহণ	১০০%	MOU, গৃহীত কার্যক্রম সংক্রান্ত নথিপত্র
৬	নীতিমালা প্রতিষ্ঠানিকীকরণ	১ টি মডেল নীতিমালা প্রণয়ন	সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃক অনুমোদন

❖ মূল্যায়ণ ও ফলোআপ

অগ্রগতি ও মূল্যায়নের লক্ষ্যে নিয়মিত মাসিক মনিটরিং সভা
সকল কার্যক্রমের ইম্প্যাক্ট এনালাইসিস
সুবিধাভোগীদের প্রতিক্রিয়া ও মতামত গ্রহণ
স্কেল আপ ও সম্প্রসারণ পরিকল্পনা

❖ উপসংহার

এই উদ্যোগ পরিকল্পনাটি বাস্তবায়নের মাধ্যমে বন্যা নিয়ন্ত্রণ অবকাঠামোর টেকসই ব্যবহারের মাধ্যমে বন্যা, জলোচ্ছ্বাসসহ অন্যান্য প্রাকৃতিক দুর্যোগ নিয়ন্ত্রণ ও মোকাবিলায় পাশাপাশি গ্রামীণ যোগাযোগ ব্যবস্থায় অগ্রণী ভূমিকা পালন করবে। কৃষি, বাজার ও ব্যবসা বাণিজ্য ও সেবা খাতের সঙ্গে সংযোগ স্থাপনের মাধ্যমে স্থানীয় অর্থনীতি স্থিতিশীল ও সমৃদ্ধ করার ক্ষেত্রে ভূমিকা পালন করবে। এই উদ্যোগটি সমগ্র বাংলাদেশে সম্প্রসারণ যোগ্য একটি গ্রামীণ টেকসই উন্নয়ন কৌশল হিসেবে কাজ করতে পারে।

❖ গর্ভন্যাস সমস্যার বর্ণনা

বর্তমানে স্কুল ও কলেজ শিক্ষার্থীদের জন্য বঙ্গভবনে পরিকল্পিত দর্শন ব্যবস্থা নেই। ফলে তারা রাষ্ট্রীয় ঐতিহ্য, প্রশাসনিক কার্যকারিতা ও সাংবিধানিক দায়িত্ব সম্পর্কে সরাসরি অভিজ্ঞতা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। এ উদ্যোগ শিক্ষার্থীদের পাঠ্যপুস্তকের বাইরে বাস্তব অভিজ্ঞতা অর্জনসহ ইতিহাসজ্ঞান সমৃদ্ধ করবে, দেশপ্রেম ও দায়িত্ববোধ বাড়াবে এবং শৃঙ্খলা ও রাষ্ট্রীয় প্রটোকল সম্পর্কে সচেতন করবে। এছাড়াও, উদ্যোগ শিক্ষার্থীদেরকে জাতির গৌরবময় অর্জন সম্পর্কে ধারণা, রাষ্ট্রপ্রধানের কর্মপরিধি, জাতীয় দিবস উদযাপন ও কূটনৈতিক কার্যক্রম সম্পর্কে প্রত্যক্ষভাবে জানতে দেশের এবং সর্বোপরি সর্বোচ্চ রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের মর্যাদা উপলব্ধি করতে সহায়তা করবে।

❖ সমস্যার কারণ

- লিখিত ও প্রচলিত নীতির অনুপস্থিতি (policy gap)।
- অনলাইন/ট্র্যাকিং-ভিত্তিক বুকিং সিস্টেমের অভাব।
- নিরাপত্তা।
- শিক্ষাগত কন্টেন্ট ও গাইডিং প্রটোকল তৈরির অভাব।
- জন বিভাগ-আপন বিভাগ-নিরাপত্তা ইউনিটের মধ্যে সমন্বয়।
- অনলাইন-অফলাইন উভয় ক্ষেত্রেই কভার করে এমন অপশন না থাকা (গ্রামীণ স্কুল/ আর্থিক সীমাবদ্ধতা)।

❖ ফলাফল (যদি সংস্কার না করা হয়)

- শিক্ষার্থীদের নাগরিক ও সাংবিধানিক জ্ঞান বাড়বে না; শিক্ষণীয় সুযোগ নষ্ট হবে।
- জন বিভাগের জনসেবামূলক ভাবমূর্তি ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

❖ কীভাবে সংস্কার করা যায়? – মূল কৌশল (পঞ্চস্তম্ভ)

- লিখিত নীতি ও SOP — স্পষ্ট কভারেজ (বয়সসীমা, গ্রুপসাইজ, অনুমোদন লেভেল, নিরাপত্তা প্রটোকল)।
- ডিজিটাল বুকিং ও ট্র্যাকিং সিস্টেম - অনলাইন রেজিস্ট্রেশন, স্লটিং, SMS/ই-মেইল কনফার্মেশন ও অ্যাডমিন প্যানেল; অফলাইন সাবমিশনও থাকবে।
- নিরাপত্তা ও শিশুসুরক্ষা ব্যবস্থা — শিক্ষক:শিক্ষার্থী অনুপাত, প্যারেন্টাল কনসেন্ট, ব্যাগ-চেক, মেডিকেল কিট ও ইমার্জেন্সি টেলিফোন লাইন।
- শিক্ষাগত কন্টেন্ট — গাইড-স্ক্রিপ্ট, ওয়ার্কশীট, প্রি/পোস্ট টেস্ট, ক্লাস-রিলেটেড অ্যাসাইনমেন্ট।
- ক্ষমতা ও টেকনোলজি বিল্ডিং — গাইড প্রশিক্ষণ, IT রক্ষণাবেক্ষণ, বার্ষিক বাজেট ও উপজেলা/জেলা লেভেলে রোলআউট পরিকল্পনা।

❖ কী ফলাফল পাওয়া যাবে? (প্রত্যাশিত)

নিরাপদ, নিয়মিত ও শিক্ষণীয় ডিজিট; শিক্ষার্থীদের নাগরিক সচেতনতা বৃদ্ধি।
আবেদন থেকে কনফার্মেশন পর্যন্ত সময় কমে এবং প্রশাসনিক কার্যকারিতা বেড়ে যাবে।
রাষ্ট্রপতির কার্যালয় জনসম্পৃক্ততা ও স্বচ্ছতায় উন্নত সুনাম অর্জন করবে।

❖ বাস্তবায়ন কৌশল – স্টেপ বাই স্টেপ (ফেজ ও সময়সীমা)

সমগ্র সময়রেখা (প্রস্তাবিত): ৬-১২ মাস (ফেজড রোলআউট সহ)।

ফেজ - ১: অনুমোদন ও টিম গঠন (২ সপ্তাহ)

কাজ: স্ট্রিয়ারিং কমিটি নির্ধারণ (জন বিভাগ Project Lead), TOR গ্রহণ, প্রাথমিক বাজেট অনুমোদন।
আউটপুট: প্রজেক্ট টিম, TOR, স্টেকহোল্ডার তালিকা।

ফেজ - ২: নীতি ও SOP খসড়া (২ সপ্তাহ)

কাজ: শিশু-সুরক্ষা পলিসি, গ্রুপ সাইজ, আবেদন গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যান/ বাতিল নীতি নির্ধারণ।
আউটপুট: স্কুল ও কলেজ শিক্ষার্থীদের জন্য বঙ্গভবন দর্শন নীতিমালার প্রাথমিক ড্রাফট।

ফেজ - ৩: IT অনলাইন আবেদন পদ্ধতি তৈরী (২ সপ্তাহ, SOP-এর সঙ্গে সমন্বয় করে)

কাজ: ওয়েব/মোবাইলে আবেদন ফর্ম, অ্যাডমিন প্যানেল, স্লট ম্যানেজমেন্ট, SMS/Email সিস্টেম। অফলাইন রেজিস্ট্রেশন প্রক্রিয়া ডিজাইন।
আউটপুট: বুকিং সিস্টেম (অনলাইন/ অফলাইন)।

ফেজ - ৪: কনটেন্ট তৈরী ও প্রশিক্ষণ (২ সপ্তাহ)

কাজ: গাইড ও স্ক্রিপ্ট, ওয়ার্কশীট, কুইজ, প্রশিক্ষণ মডিউল তৈরী।
আউটপুট: প্রশিক্ষিত গাইড পুল, মেটারিয়াল।

ফেজ - ৫: পাইলট (১ মাস)

কাজ: ২টি জেলায় (ঢাকা + ১ জেলা) পাইলট; সপ্তাহে ২ দিন; ফিডব্যাক সংগ্রহ; SOP রিভিশন (যদি লাগে)।
আউটপুট: পাইলট রিপোর্ট, চূড়ান্ত SOP।

ফেজ - ৬: রোলআউট (ধাপে ধাপে)

কাজ: জেলা ভিত্তিতে রোলআউট, স্টেকহোল্ডার ও স্কুল-কলেজে জোরালো কমিউনিকেশন।
আউটপুট: জাতীয় পর্যায়ে অপারেশনাল কভারেজ।

ফেজ - ৭: মনিটরিং ও টেকসইকরণ (চলমান)

কাজ: KPI ড্যাশবোর্ড, বার্ষিক মূল্যায়ন, বার্ষিক বাজেট চূড়ান্তকরণ।

❖ কে পি আই এবং ফলাফল ভিত্তিক সূচক (Key performance Indicator)

প্রজেক্ট লিড (জন বিভাগ) — সমন্বয়, নীতি স্থাপন, বাজেট অনুমোদন।

বঙ্গভবন অপারেশন টিম — গাইডিং, নিরাপত্তা লজিস্টিক, পারফরম্যান্স রিপোর্ট।

নিরাপত্তা/পিজিআর/আপন বিভাগ — প্রবেশ নিয়ন্ত্রণ, ইভেন্ট রেসপন্স।

মাধ্যমিক/উচ্চ শিক্ষা বিভাগ (অপশনাল) — স্কুল তালিকা, যোগাযোগ, অংশগ্রহণ সমন্বয়।

IT শাখা (আপন/জন বিভাগ) ও IT ভেন্ডর (প্রয়োজনে) — বুকিং সিস্টেম ডেভলপমেন্ট/রক্ষণাবেক্ষণ, আবেদন প্রক্রিয়া তৈরী ও স্লট ম্যানেজমেন্ট।

বঙ্গভবন ক্লিনিক — জরুরি চিকিৎসা সমন্বয় ও ফার্স্ট-এইড প্রশিক্ষণ।

❖ অপারেশনাল নকশা (ভিজিট ফ্লো ও নিয়ম)

গ্রুপ সাইজ: সর্বোচ্চ ৩০ শিক্ষার্থী + শিক্ষক/প্রতিনিধি (অন্তত ১ শিক্ষক প্রতি ১৫ শিক্ষার্থী)।

ভিজিট সময়: ১.৫-২ ঘণ্টা (নিরাপত্তা তল্লাশী ও প্রবেশ ১৫ মিনিট, সিকিউরিটি ব্রিফ ৫ মিনিট, ট্যুর ৪৫-৬০ মিনিট, Q&A/কুইজ ১৫ মিনিট)।

স্লটিং নীতি: প্রতিদিন ২ স্লট (সকাল/দুপুর) — প্রাথমিকভাবে; পরে ধারাবাহিকতা বাড়ানো যেতে পারে।

অগ্রিম নোটিশ: আবেদন করার জন্য মিনিমাম ৭ কর্মদিবস; ক্যানসেল/রিশিডিউল পলিসি স্পষ্ট থাকবে।

❖ বুকিং ফর্ম — ক্ষেত্র ও লজিক (সংক্ষেপ)

ফিল্ড: স্কুল নাম, জেলা, প্রধান শিক্ষকের নাম ও ফোন, প্রস্তাবিত তারিখ, অংশগ্রহণকারী সংখ্যা, শিক্ষকদের নাম, ই-মেইল/মোবাইল, বাস/ট্রান্সপোর্ট বিবরণ, বিশেষ চাহিদা, অভিভাবক অনুমতি (PDF), স্কুল হতে পত্র (PDF)।

লজিক: স্লট পূর্ণ হলে অটোমেটিক waitlist; অনলাইন কনফার্মেশন + SMS; অফলাইন আবেদনের ক্ষেত্রে টেলিফোনে কনফার্মেশন।

❖ প্রশিক্ষণ ও শিক্ষামেটারিয়াল

গাইড ট্রেনিং মডিউল: ইতিহাস ও স্থাপত্য, রাষ্ট্রপতির ভূমিকা, শিশুসুরক্ষা, ইন্টারঅ্যাক্টিভ টেকনিক, জরুরি পরিস্থিতি হ্যান্ডলিং।

শিক্ষার্থীর কিট: ট্যুর ব্রোশিউর, পোস্ট-টেস্ট ওয়ার্কশীট (10 Q MCQ + 2 সংক্ষিপ্ত)।

প্রি/পোস্ট টেস্ট (শিক্ষাগত মূল্যায়ন): 5-10 সাধারণ প্রশ্ন (নাগরিক ভূমিকা, রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব ইত্যাদি)।

❖ নিরাপত্তা ও শিশুসুরক্ষা (SOP সারাংশ)

অধিকতর শিক্ষক অনুপাত: 1:15 বা 1:10 (প্রয়োজনে)।

প্যারেন্টাল কনসেন্ট: বাধ্যতামূলক; মেডিকেল ইনফো।

ভেন্যু নিরাপত্তা: ব্যাগ-চেক, লিস্ট-ভেরিফিকেশন, পরিচয়পত্র চেক এবং প্রবেশ কার্ড প্রদান।

মেডিকেল: বঙ্গভবন ক্লিনিক, ফার্স্ট-এইড কিটসহ প্রশিক্ষিত মেডিকেল স্টাফ।

ডেটা প্রাইভেসি: কেবল প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ; কাগজ/ডিজিটাল রেকর্ড নির্দিষ্ট সময় পর আর্কাইভিং।

🔗 টেকসইকরণ (Sustainability)

বার্ষিক বাজেট: জন বিভাগ, রাষ্ট্রপতির কার্যালয়ের বার্ষিক বাজেটে অন্তর্ভুক্তি।
মানবসম্পদ: স্থায়ী গাইড পুল, জেলা/ উপজেলা লেভেলে বিস্তৃতি।
আইটি রক্ষণাবেক্ষণ: তথ্য সংরক্ষণ; স্থানীয় আইটি সহায়তা।
ইন্টিগ্রেশন: শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক পাঠ্যতালিকায় সংযুক্তি ও জেলা শিক্ষা অফিসের অংশীদারিত্ব।
রিভিউ সাইকেল: ত্রৈমাসিক অপারেশনাল পর্যালোচনা; বার্ষিক মূল্যায়ন।

🔗 ঝুঁকি ও প্রতিকার (সংক্ষিপ্ত)

ওভারবুকিং: স্লট সফটওয়্যার দ্বারা নিয়ন্ত্রণ; waitlist।
সিকিউরিটি ইভেন্ট: পুলিশ-মেডিকেল রেসপন্স ও প্রোটোকল, ইমার্জেন্সি ড্রিল।
ডিজিটাল ডাউনটাইম: অফলাইন রেজিস্ট্রেশন পয়েন্ট ও ম্যানুয়াল রেজিস্টার বজায় রাখা।
বাজেট সংকট: ধাপে ধাপে রোলআউট ও পাইলট ভিত্তিক খরচ নিয়ন্ত্রণ।

🔗 মনিটরিং ও মূল্যায়ন (KPI উদাহরণ)

আবেদন → কনফার্মেশন সময় ≤ 7 কর্মদিবস।
বার্ষিক অংশগ্রহণ (প্রথম বছরে লক্ষ্য: ১,০০০ শিক্ষার্থী)।
অংশগ্রহণ সন্তুষ্টি 4/5।
নিরাপত্তা ইন্সিডেন্ট সংখ্যা (টার্গেটঃ শূন্য বা নগণ্য)।
শিক্ষা প্রভাব (পোস্ট টেস্টে গড় স্কোর বৃদ্ধি)।

🔗 আরও প্রয়োজনীয় প্রস্তাবনা (অতিরিক্ত)

ভার্চুয়াল টুর অপশন: রিমোট/গ্রামীণ স্কুলের জন্য ভিডিও/VR টুর।
ইনক্লুসিভিটি: বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিক্ষার্থীর জন্য র‍্যাম্প, অডিও-গাইড এবং ভিন্ন ভাষার উপকরণ।
কমিউনিকেশন প্ল্যান: জেলা শিক্ষা অফিসের মাধ্যমে প্রচার, স্কুল-নোটিশ, মাসিক নিউজলেটার।
ফান্ডিং মেকানিজম: প্রয়োজন হলে কোনো ডোনারের সাথে সমন্বয় করে অতিরিক্ত শিক্ষামূলক মেটোরিয়াল সরবরাহ।

SWOT Analysis

STRENGTHS

জাতীয় ঐতিহ্য ও ইতিহাসের প্রতি আগ্রহ বৃদ্ধি:

শিক্ষার্থীরা রাষ্ট্রীয় ইতিহাস, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য সম্পর্কে প্রত্যক্ষ জ্ঞান অর্জনের সুযোগ পাবে।

দেশপ্রেম ও নাগরিক চেতনা জাগ্রত করা:

বঙ্গভবনের মর্যাদা ও রাষ্ট্রপতির ভূমিকা জানার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের দেশপ্রেম বৃদ্ধি পাবে।

শিক্ষামূলক অভিজ্ঞতা:

এটি শিক্ষার্থীদের জন্য একটি অনন্য শিক্ষণীয় সফর, যা পাঠ্যবইয়ের জ্ঞানকে বাস্তব প্রেক্ষাপটে নিয়ে আসবে।

রাষ্ট্রপতির কার্যালয়ের জনসম্পৃক্ততা বৃদ্ধি:

নাগরিক, বিশেষত তরুণ প্রজন্মের কাছে বঙ্গভবনকে আরও উন্মুক্ত ও অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করবে।

রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের ভাবমূর্তি উন্নয়ন:

স্বচ্ছতা, জনমুখিতা ও গণতান্ত্রিক সংস্কৃতির প্রতীক হিসেবে বঙ্গভবনের ভাবমূর্তি জোরদার হবে।

WEAKNESSES

নিরাপত্তা ঝুঁকি:

বঙ্গভবনের নিরাপত্তা অত্যন্ত সংবেদনশীল; শিক্ষার্থী দর্শনের সময় নিরাপত্তা ব্যবস্থাপনা জটিল হতে পারে।

সীমিত ধারণক্ষমতা:

প্রতিদিন সীমিত সংখ্যক দর্শনার্থী প্রবেশ করানো সম্ভব, যা চাহিদা মেটাতে পর্যাপ্ত নাও হতে পারে।

প্রশাসনিক জটিলতা:

ডিজিট অনুমোদন, সময়সূচি নির্ধারণ, পরিবহন ও গাইড সেবা সমন্বয় করা কঠিন হতে পারে।

অতিরিক্ত ব্যয়:

প্রোগ্রাম ব্যবস্থাপনা, গাইড, লজিস্টিক, নিরাপত্তা ইত্যাদির জন্য বাড়তি অর্থ ব্যয়ের প্রয়োজন হতে পারে।

OPPORTUNITIES

জাতীয় শিক্ষাক্রমে বাস্তব শিক্ষা সংযুক্তি:

এই উদ্যোগকে "Civic Education" বা "Bangladesh Studies" বিষয়ের সাথে যুক্ত করা যেতে পারে।

ডিজিটাল প্রদর্শনী বা ভার্চুয়াল টুর:

প্রযুক্তির মাধ্যমে আরও বেশি শিক্ষার্থীকে অংশগ্রহণের সুযোগ দেওয়া সম্ভব।

রাষ্ট্রীয় জনসম্পৃক্ততা বৃদ্ধির মডেল:

এটি অন্যান্য সরকারি প্রতিষ্ঠানের জন্যও একটি উদাহরণ হতে পারে।

বঙ্গভবনের ঐতিহ্য সংরক্ষণে সচেতনতা বৃদ্ধি:

তরুণ প্রজন্ম ঐতিহ্য রক্ষা ও সংরক্ষণের মানসিকতা অর্জন করবে।

দেশি-বিদেশি ইতিবাচক ভাবমূর্তি:

এই উদ্যোগ বাংলাদেশের উদার, শিক্ষানুরাগী রাষ্ট্রব্যবস্থার প্রতিচ্ছবি হিসেবে উপস্থাপিত হবে।

THREATS

নিরাপত্তা সংক্রান্ত ঝুঁকি বা দুর্ঘটনা:

সামান্য অসতর্কতা থেকেও বড় নিরাপত্তা সমস্যা সৃষ্টি হতে পারে।

রাজনৈতিক বা প্রশাসনিক অপব্যবহার:

অনুমতি প্রদানে পক্ষপাতিত্ব বা বিশেষ সুবিধাভোগী গোষ্ঠীর প্রভাব পড়ার আশঙ্কা।

জনসমাগমের ফলে স্থাপনার ক্ষয়ক্ষতি:

ঐতিহাসিক স্থাপনা হিসেবে ক্ষতির ঝুঁকি থাকতে পারে।

মিডিয়া বা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে নেতিবাচক প্রচার:

নিরাপত্তা ত্রুটি বা অপব্যবস্থাপনা ঘটলে জনআস্থা কমে যেতে পারে।

📌 সারসংক্ষেপ

এই উদ্যোগটি শিক্ষার্থীদের রাষ্ট্রীয় সচেতনতা বৃদ্ধি ও নাগরিক মূল্যবোধ গঠনে একটি ইতিবাচক পদক্ষেপ, তবে এটি সফলভাবে বাস্তবায়নের জন্য নিরাপত্তা, প্রশাসনিক পরিকল্পনা ও প্রযুক্তিনির্ভর ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা অপরিহার্য।

❖ সমস্যার প্রেক্ষাপট ও পটভূমি

শিশু হলো জাতির ভবিষ্যৎ সম্পদ। তাদের সঠিক পরিচর্যা, শিক্ষা ও বিকাশের মাধ্যমেই একটি দেশ উন্নত হতে পারে। কিন্তু দুঃখজনকভাবে আমাদের দেশে বহু শিশু এখনো জীবিকার তাগিদে শ্রমে নিয়োজিত। শিশুশ্রম শুধু একটি সামাজিক সমস্যা নয়, এটি জাতির অগ্রগতির পথে অন্যতম প্রধান বাধা। শিশুশ্রম নিরসন না হলে তার প্রভাব সমাজ, অর্থনীতি ও রাষ্ট্রের সব ক্ষেত্রেই গভীরভাবে পড়বে। শিশুশ্রম সমাজের এক গভীর ক্ষত। এটি শুধু শিশুদের শৈশবকেই ধ্বংস করে না, বরং দেশের ভবিষ্যৎকেও অন্ধকার করে তোলে। তাই শিশুশ্রম নিরসনে সরকারের পাশাপাশি সমাজের প্রতিটি মানুষের সচেতন হওয়া জরুরি। দরিদ্র পরিবারের জন্য আর্থিক সহায়তা, বিনামূল্যে ও মানসম্মত শিক্ষা শিক্ষার ব্যবস্থা এবং আইনের কঠোর প্রয়োগের মাধ্যমেই শিশুশ্রম বন্ধ করা সম্ভব। বাংলাদেশে আনুমানিক ৩৫ লক্ষ শিশু কোন না কোন আকারে শিশুশ্রমে যুক্ত (সূত্র: বাংলাদেশ শ্রম শক্তি জরিপ ২০২৩, বিবিএস) যার মধ্যে প্রায় ১০ লক্ষ শিশু বুকিপূর্ণ কাজের সঙ্গে যুক্ত। পোশাক খাত, নির্মাণ খাত, গৃহকর্ম, চা-বাগান, চামড়া ও খাতভিত্তিক ক্ষুদ্র কারখানায় এই শিশুশ্রম বেশি। সরকার "জাতীয় শিশুশ্রম নিরসন নীতি-২০১০" ও "জাতীয় কর্মপরিকল্পনা ২০২১-২০২৫" গ্রহন করলেও মাঠপর্যায়ে বাস্তবায়নে সমন্বয়হীনতা, পর্যাপ্ত তদারকি ও পুনর্বাসন ঘাটতি রয়ে গেছে। বিশেষ করে কার্যকর মনিটরিং সিস্টেমের অভাবে শিশুশ্রম নিরসনে সরকার কর্তৃক গৃহীত উদ্যোগসমূহের সুফল যথাযথভাবে পাওয়া যাচ্ছে না। তাই শিশুশ্রম নিরসনে সরকার কর্তৃক গৃহীত উদ্যোগ বাস্তবায়নের জন্য টেকসই কর্মপরিকল্পনা গ্রহন করা প্রয়োজন।

❖ গভর্নেন্স সমস্যার বর্ণনা

বাংলাদেশে শিশুশ্রম নিরসনের সমস্যা: বাংলাদেশে শিশুশ্রম নিরসনের ক্ষেত্রে বহুবিধ কারণ রয়েছে। প্রধান কারণসমূহ নিম্নরূপ: দারিদ্র্য, শিক্ষার অপ্রতুলতা, আইনের দুর্বল প্রয়োগ, অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের আধিক্য, সামাজিক সচেতনতার অভাব, উপযুক্ত পুনর্বাসনের ঘাটতি, সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহের সমন্বয়হীনতার অভাব, দুর্বল মনিটরিং সিস্টেম, জাতীয় কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন না হওয়া।

❖ সমস্যার প্রভাব

প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার সার্বজনীনতা ব্যাহত হচ্ছে

ভবিষ্যৎ উন্নয়নে বাধার সৃষ্টি হচ্ছে

শিশুর শারীরিক ও মানসিক বিকাশ বাধাগ্রস্ত হচ্ছে

দারিদ্র্যের চক্র অব্যাহত থাকছে, ফলে SDG-8("Decent Work and Economic Growth") ও SDG-16("Peace, Justice and Institutions") অর্জনে প্রতিবন্ধকতা তৈরি হচ্ছে

অপরাধ প্রবণতা বৃদ্ধি পাচ্ছে
সামাজিক অস্থিরতা বৃদ্ধি পাচ্ছে
দেশের অর্থনীতিতে দীর্ঘমেয়াদি ক্ষতি হচ্ছে
মানবাধিকার লঙ্ঘন হচ্ছে
আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে দেশের বানিজ্য ও ব্র্যান্ড রেপুটেশন ক্ষতির ঝুঁকিতে পড়ছে
দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বিনিয়োগে অনীহার সৃষ্টি হচ্ছে

📌 সংস্কার উদ্যোগের উদ্যেশ্য

ক. স্থানীয় প্রশাসন, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়/ অধীনস্থ দপ্তর ও অন্যান্য সরকারি-বেসরকারি দপ্তর সংস্কার সমন্বিত মনিটরিং কাঠামো তৈরি করা।

খ. শিশুশ্রম নিরসনে ডিজিটাল ট্র্যাকিং ও পুনর্বাসন ডাটাবেস তৈরি করা।

গ. ৬ মাসের মধ্যে একটি জেলার নির্বাচিত এলাকায় পাইলটিং করে “শিশুশ্রমমুক্ত এলাকার মডেল” তৈরি করা।

📌 SWOT বিশ্লেষণ

Strengths- বিদ্যমান নীতি, সরকারি প্রতিশ্রুতি, UNICEF/ILO -এর অংশীদারিত্ব

Weaknesses- সমন্বয়হীনতা, মাঠ পর্যায়ে দুর্বল মনিটরিং, ডাটাবেসের অভাব

Opportunities- ডিজিটাল ক্ষেত্রে বাংলাদেশের অগ্রগতি, স্থানীয় প্রশাসনের তদারকি সক্ষমতা

Threats- দারিদ্র, রাজনৈতিক অনীহা, প্রকল্পনির্ভরতা, তহবিল সীমাবদ্ধতা

📌 সংস্কার উদ্যোগের বর্ণনা

শিশুশ্রম নিরসনে সরকারের পাশাপাশি সমাজের প্রতিটি মানুষের সচেতন হওয়া জরুরি। দরিদ্র পরিবারের জন্য আর্থিক সহায়তা, বিনামূল্যে ও মানসম্মত শিক্ষা শিক্ষার ব্যবস্থা এবং আইনের কঠোর প্রয়োগের মাধ্যমেই শিশুশ্রম বন্ধ করা সম্ভব। পাইলটিং বিবেচনায় নিয়ে নিম্নবর্ণিত পদক্ষেপের মাধ্যমে শিশুশ্রম নিরসন করা সম্ভব:

পরিবারভিত্তিক ক্ষুদ্র ঋণ ও সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি জোরদার করা।

দরিদ্র পরিবারের জন্য খাদ্য ও শিক্ষা সহায়তা কর্মসূচি বাড়ানো।

শিশুশ্রমিকদের জন্য বিশেষ সুবিধাসহ বিকল্প শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করা।

শ্রম পরিদর্শন কার্যক্রম শক্তিশালী করা।

শিশুশ্রমিক নিয়োগকারীদের বিরুদ্ধে দ্রুত বিচার কার্যক্রম চালু করা।

অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে (যেমন হোটেল-রেস্টুরেন্ট, ওয়ার্কশপ, ঘরোয়া কাজ) নজরদারি বাড়ানো।

গণমাধ্যম, সামাজিক সংগঠন ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলোকে সচেতনতা প্রচারে যুক্ত করা।

শিশু অধিকার নিয়ে গ্রামীণ ও শহুরে পর্যায়ে কর্মশালা ও প্রচার চালানো।

শিশুশ্রম মনিটরিং সিস্টেম কার্যকরী ও যুগোপযোগী করা এবং সংশ্লিষ্ট দপ্তর বা প্রতিষ্ঠানকে জবাবদিহিতার আওতায় আনা
Supply Chain Audit বাধ্যতামূলক করা উচিত।
আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (ILO), UNICEF, এবং বেসরকারি সংস্থাগুলোর সহায়তা কার্যক্রম বৃদ্ধি করা।
যুগোপযোগী ও বাস্তবায়নযোগ্য জাতীয় কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও প্রয়োগ

❖ সংস্কার উদ্যোগের প্রস্তাবিত পরিসংখ্যান

- (ক) পাইলট সংস্কার উদ্যোগের শিরোনাম(Title of the Pilot Initiative): "বাংলাদেশে শিশুশ্রম নিরসনে সরকারি উদ্যোগ বাস্তবায়ন কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন"
- (খ) কোন প্রতিষ্ঠান উদ্যোগটি বাস্তবায়ন করবে(Which institution will implement the initiative)?-
মূল দায়িত্ব-শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
সহায়তায়-সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়,প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, স্থানীয় প্রশাসন
- (গ) কোথায় পাইলটিং হবে(Where will the piloting take place)?
যেকোন একটি জেলার একটি উপজেলা বা থানার একটি শিল্পসেক্টর যেখানে শিশুশ্রম রয়েছে।
- (ঘ)পাইলটিং বিবেচনার যৌক্তিকতা কী(What is the rationale for considering piloting)?
শিল্প সেক্টরে শিশুশ্রম রয়েছে। পাইলটিং এর মাধ্যমে শিশুশ্রম নিরসনের একটি সফল কৌশল রিপ্লিকেট করার সুযোগ তৈরি হবে ও পলিসি ফরমুলেশনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।
- (ঙ) পাইলটিং কখন শুরু এবং কখন সমাপ্ত হবে(When will the piloting start and when will it finish)?
০১ জানুয়ারি'২০২৫- এ শুরু হবে; ৩০ জুন'২০২৬-এ শেষ হবে।
- (চ) পাইলটিং এর ফলে কতজন ব্যক্তির কী উপকার হবে এবং কী পরিমাণ অর্থের সাশ্রয় হবে(How many people will be benefited and how much money will be saved as a result of the piloting)?
উপকৃত হবেন ২০০০০০ মানুষ
শিশুশ্রমিক ও তার পরিবার
সংশ্লিষ্ট এলাকার জনসাধারণ
শিশুশ্রম নিরসন নিরসন ব্যবস্থাপনায় জড়িত শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও অধিদপ্তর
আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী
সংশ্লিষ্ট এলাকার পার্শ্ববর্তী কারখানা বা প্রতিষ্ঠান
সংশ্লিষ্ট বেসরকারি প্রতিষ্ঠান
অর্থ সাশ্রয়-শিশুশ্রম নিরসন ব্যবস্থাপনা ও এর প্রভাব সম্পর্কিত সমুদয় অর্থ।

✦ পাইলট বাস্তবায়নের সাথে কারা-কারা সম্পৃক্ত হবেন এবং তাদেরকে কীভাবে কাজে লাগানো যাবে?

সম্পৃক্ত ব্যক্তিবর্গ	কীভাবে কাজে লাগানো হবে
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়	পাইলট পরিচালনাকারী
শিশুশ্রমিক ও তার পরিবার	পাইলট পরিকল্পনার প্রয়োগ
কারখানার উদ্যোক্তা	পাইলট পরিকল্পনার প্রয়োগ
সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়	পাইলট পরিচালনাকারী সদস্য
শিক্ষা মন্ত্রণালয়	পাইলট পরিচালনাকারী সদস্য
মহিলা ও শিশুবিষয়ক মন্ত্রণালয়	পাইলট পরিচালনাকারী সদস্য
সংশ্লিষ্ট জেলা/ উপজেলা প্রশাসন	পাইলট পরিচালনাকারী সদস্য
সংশ্লিষ্ট এলাকার শ্রম পরিদর্শক (ডাইফ)	পাইলট পরিচালনাকারী সদস্য
পেশাগত সংগঠন (মালিক সমিতি)	পাইলট পরিচালনাকারী সদস্য
স্থানীয় ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান	পাইলট পরিচালনাকারী সদস্য
স্থানীয় জনপ্রতিনিধি	পাইলট পরিচালনাকারী সদস্য
স্থানীয় কারিগরী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি	পাইলট পরিচালনাকারী সদস্য
ILO, UNICEF এবং Save the Children	আন্তর্জাতিক পর্যবেক্ষক ও দাতাসংস্থা
এনজিও প্রতিনিধি	দেশীয় পর্যবেক্ষক
সংশ্লিষ্ট জেলার উপমহাপরিদর্শক (ডাইফ)	পাইলট পরিচালনাকারী সদস্য সচিব

✦ পাইলট সংস্কার বাস্তবায়নে বিভিন্ন ধরনের রিসোর্স কিভাবে, কি প্রয়োজনে কাজে লাগানো হবে ?

রিসোর্স	কিভাবে কাজে লাগানো যায়	কি প্রয়োজনে কাজে লাগানো হবে
মানবসম্পদ (Human Resources)	<ul style="list-style-type: none"> পাইলট পরিকল্পনা বাস্তবায়ন ও তদারকি উদ্বুদ্ধকরণ বৈদেশিক, স্থানীয় ও কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপনা 	<ul style="list-style-type: none"> সমস্যা নিরসনে নতুন ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়ন সকল স্টেকহোল্ডারদের সম্পৃক্ততা
আর্থিক সম্পদ (Financial Resources)	<ul style="list-style-type: none"> পাইলট প্রকল্পের পরিকল্পনা, কার্যক্রম ও মূল্যায়ন প্রযুক্তিগত উন্নয়ন উপকরণ ও উদ্বুদ্ধকরণ/ প্রশিক্ষণ 	<ul style="list-style-type: none"> তহবিল সংরক্ষণ সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট স্বচ্ছ আর্থিক ব্যবস্থাপনা ও প্রতিবেদন পদ্ধতি
প্রযুক্তিগত সম্পদ (Technical Resources)	<ul style="list-style-type: none"> তথ্য সংগ্রহ সফটওয়্যার ব্যবহার করে সহজীকরণ 	<ul style="list-style-type: none"> তথ্য বিশ্লেষণ ও প্রতিবেদন তৈরি নির্ভরযোগ্য সফটওয়্যার/অ্যাপ তৈরী ফলাফল পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ
জ্ঞানসম্পদ ও তথ্য (Knowledge & Data Resources)	<ul style="list-style-type: none"> নীতিগত সিদ্ধান্ত গ্রহণ পূর্ববর্তী অভিজ্ঞতা ও গবেষণাভিত্তিক উন্নয়ন ফলাফল মূল্যায়নে মানদণ্ড নির্ধারণ 	<ul style="list-style-type: none"> বাংলাদেশের প্রেক্ষাপট অনুযায়ী তথ্য বিশ্লেষণ নিয়মিত ফিডব্যাক মেকানিজম
প্রাতিষ্ঠানিক ও সাংগঠনিক রিসোর্স (Institutional Resources)	<ul style="list-style-type: none"> অংশীদার প্রতিষ্ঠান ও প্রশাসনিক কাঠামোর সমন্বয়ে স্থানীয় বা সংশ্লিষ্ট সংস্থা বা ব্যক্তিবর্গের সহযোগিতায় নীতিগত ও আইনগত কাঠামোর প্রয়োগ 	<ul style="list-style-type: none"> প্রশাসনিক দায়বদ্ধতা সুসংগঠিত নীতি ও গাইডলাইন আন্তঃপ্রাতিষ্ঠানিক সহযোগিতা
সামাজিক ও কমিউনিটি রিসোর্স (Social & Community Resources)	<ul style="list-style-type: none"> সংশ্লিষ্ট সকলের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা সচেতনতা এবং আচরণগত পরিবর্তন স্থানীয় বাস্তবতা অনুসারে পরিকল্পনা গ্রহণ 	<ul style="list-style-type: none"> সামাজিক নেতৃত্ব ও নাগরিক সমাজের সম্পৃক্ততা বাড়ানো আস্থা অর্জন স্থানীয় প্রতিক্রিয়া ও চাহিদার মূল্যায়ন

☛ সংস্কার উদ্যোগটি সফলভাবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বিস্তারিত কার্যক্রম

ক্রম	কার্যক্রম	কে বাস্তবায়ন করবে	বাস্তবায়নের নির্ধারিত সময়	সমন্বয়ের বিষয়/ মন্তব্য
০১	সচেতনতা ও সামাজিক আন্দোলন	শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, সংশ্লিষ্ট জেলার উপমহাপরিদর্শক (ডাইফ), সংশ্লিষ্ট এলাকার শ্রম পরিদর্শক (ডাইফ), ডিসি/ইউএনও, ধর্মীয় ও সামাজিক নেতা, এনজিও, পেশাগত সংগঠন, মহিলা ও শিশুবিষয়ক মন্ত্রণালয়	৬০ দিন	কারখানার উদ্যোক্তা ও অভিভাবকদের উদ্বুদ্ধ করতে হবে যে বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬-এর ৩য় অধ্যায় অনুসারে শিশুশ্রম নিয়োগ একটি দণ্ডনীয় অপরাধ, শিশুশ্রমের কুফল ও বহুমুখী ক্ষতিকর প্রভাব।
০২	পাইলট পরিচালনাকারী	শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়	১৫০ দিন	পাইলট সম্পূর্ণ ব্যক্তিবর্গের কার্যক্রম সমন্বয় করা ও একটি সফটওয়্যার ডেভেলপ করার বিষয়টি বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ।
০৩	নীতিগত ও আইনগত সংস্কার	শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়	৯০ দিন	শ্রম আইন হালনাগাদ ও কার্যকর মনিটরিং ব্যবস্থার প্রবর্তন
০৪	শিক্ষা ও পুনর্বাসন কর্মসূচি	শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ডিসি/ইউএনও, কারিগরী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান	৯০ দিন	বিনামূল্যে প্রাথমিক শিক্ষা সম্প্রসারণ, কারিগরী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও পুনর্বাসন কেন্দ্র সংখ্যা বৃদ্ধিকরণ
০৫	আর্থিক সহায়তা ও পরিবারভিত্তিক কর্মসূচি	ILO, এনজিও, স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়	৯০ দিন	দারিদ্র্য বিমোচন উদ্যোগের সঙ্গে সংযুক্তকরণ ও বেসরকারি খাতের অংশগ্রহণ
০৬	অংশীদারিত্ব ও সমন্বয়	সরকার, ILO, UNICEF এবং Save the Children	৯০ দিন	সরকারি ও বেসরকারি সংস্কার সমন্বয় ফোরাম, ILO, UNICEF ও Save the Children-এর সাথে সমন্বিত কর্মসূচি গ্রহণ
০৭	মনিটরিং, মূল্যায়ন ও প্রতিবেদন ব্যবস্থা	শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, আঞ্চলিক ডাইফ কার্যালয়	৯০ দিন	কার্যকর মনিটরিং কাঠামো তৈরি ও পরিচালনা, শিশুশ্রম ডাটাবেজ তৈরি। অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রকাশ। নিরীক্ষা ব্যবস্থা চালু করা
০৮	দীর্ঘমেয়াদি স্থায়ী পরিকল্পনা	শিক্ষা মন্ত্রণালয়, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, স্থানীয় জনপ্রতিনিধি	১৮০ দিন	শিক্ষাব্যবস্থার গুণগত উন্নয়ন সাধন গ্রামীণ অর্থনৈতিক উন্নয়নে জোর দেয়া সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতা বৃদ্ধিকরণ
০৯	বাস্তবায়ন তদারকি	শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, এনজিও প্রতিনিধি এবং তদারকি কমিটি	৯০ দিন	শিশুশ্রম নিরসনের গৃহীত কর্মপরিকল্পনার সুষ্ঠু বাস্তবায়ন ও প্রভাব পর্যবেক্ষণ এবং রিপোর্ট প্রদান

১০	তথ্য ব্যবস্থাপনা	সংশ্লিষ্ট এলাকার শ্রম পরিদর্শক (ডাইফ) ও পেশাগত সংগঠন	৯০ দিন	শিশুশ্রম নিরসনের গৃহীত কর্মপরিকল্পনার সুষ্ঠু বাস্তবায়ন, ব্যবস্থাপনা ও প্রভাব সম্পর্কিত তথ্য তৈরী
----	------------------	--	--------	---

❖ পাইলট সংস্কার উদ্যোগটি এগিয়ে নিয়ে যাওয়া, এর বন্ধ হওয়া রোধ করা, অর্থাৎ গ্রুপের নিকট এটিকে জনপ্রিয় করা, মনিটরিং কার্যক্রম এবং এর রিপ্লিকেট/রোলিং আউটসহ টেকসইকরণ বিষয়ে কি-কি কৌশল গ্রহণ করা হবে?

পাইলট সংস্কার উদ্যোগ	গৃহীত কৌশল
কর্মপরিকল্পনার কার্যক্রম এগিয়ে নিয়ে যাওয়া	পরিকল্পনার স্বচ্ছতা ও বাস্তবতা নির্ধারণ, তথ্য সংগ্রহ ও ফলাফল মূল্যায়ন, সহযোগিতা ও অংশীদারিত্ব, ফলাফলভিত্তিক অভিযোজন এবং প্রচার ও যোগাযোগ
কার্যক্রম বন্ধ হওয়া রোধ করা	নীতিনির্ধারকদের সক্রিয় সম্পৃক্ততা, কমিউনিটি ও স্টেকহোল্ডার সম্পৃক্ততা, ডকুমেন্টেশন, আংশিক ফলাফল শেয়ার করা এবং স্থায়িত্ব পরিকল্পনা করা
অর্থাৎ গ্রুপের নিকট জনপ্রিয় করা	পাইলট উদ্যোগটির উদ্দেশ্য সহজীকরণ সংক্রান্ত বার্তা প্রচার, উপযুক্ত যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার করে পাইলট উদ্যোগটির প্রচারে প্লটফর্ম তৈরি, সৃষ্ট সমস্যা নিরসনে সহজ ও ফলপ্রসূ উদ্যোগ হিসাবে প্রচারণা
মনিটরিং কার্যক্রম	মনিটরিং কাঠামো তৈরি, সময়াবদ্ধ রিপোর্টিং, ফলোআপ, অংশগ্রহণমূলক মনিটরিং, ফিডব্যাকভিত্তিক আপডেট, মনিটরিং রিপোর্টের ফরম্যাট ও ডকুমেন্টেশন
রিপ্লিকেট/ রোলিং আউটসহ টেকসইকরণ	<ul style="list-style-type: none"> রিপ্লিকেশন-Context Mapping, মডেল ডকুমেন্টেশন ও Motivational Team প্রস্তুত রোলিংআউট- পর্যায়ক্রমিক সম্প্রসারণ, পাইলট টু পলিসি লিংক তৈরি, অর্থায়নের রোডম্যাপ তৈরি, প্রতিটি পর্যায়ে পর্যবেক্ষণ সেল গঠন প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ, প্রযুক্তি নির্ভরতা ও অটোমেশন

মোহাম্মদ আশরাফুল ইসলাম

যুগ্মসচিব

ভৌত অবকাঠামো বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন

পরিকল্পনা কমিশনের ভৌত অবকাঠামো বিভাগের রেলপথ অনুবিভাগের আওতাধীন প্রকল্পের ডিপিপি প্রণয়ন ও এপ্রাইজাল ম্যানুয়াল তৈরি

📌 সংস্কারের সারসংক্ষেপ

পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক উন্নয়ন প্রকল্পের অনুমোদন প্রক্রিয়াকরণের মাধ্যমে সরকারি বিনিয়োগ ব্যবস্থাপনায় দক্ষতা আনয়নের উদ্দেশ্যে পরিকল্পনা কমিশনের কার্যক্রম বিভাগ কর্তৃক ২০১৮ সালে জাইকার কারিগরি সহায়তায় আন্তর্জাতিক মূল্যায়ন মানদণ্ডের ভিত্তিতে মন্ত্রণালয় যাচাই ফরমেট (MAF) ও সেক্টর মূল্যায়ন ফরমেট (SAF) নামে দুটি Project Implementation Management (PIM) টুলস প্রণয়ন করে। এই পদ্ধতিতে ৫টি আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত মানদণ্ড যথা-প্রাসঙ্গিকতা, দক্ষতা, কার্যকারিতা, প্রভাব, ও স্থায়িত্বশীলতার ভিত্তিতে প্রকল্প প্রণয়ন ও মূল্যায়ন হওয়ায় প্রকল্প ব্যবস্থাপনার দক্ষতা বৃদ্ধি পাবে। কিন্তু টুলসগুলো জটিল, ব্যাপক তথ্যবহুল, সময়সাপেক্ষ প্রক্রিয়া, ডিপিপি সাথে অসামঞ্জস্যতা ইত্যাদি কারণে টুলসগুলো ব্যবহার না করে বিদ্যমান গতানুগতিক পদ্ধতিতেই প্রকল্প মূল্যায়ন করা হচ্ছে। টুলসগুলো সেক্টরভিত্তিক প্রকল্পের প্রকৃতি, বৈশিষ্ট্য ও তথ্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে পুনর্গঠন করা হলে এগুলো সহজবোধ্য হবে এবং স্বাচ্ছন্দে ও সঠিকভাবে ব্যবহারযোগ্য হবে। টুলসগুলোকে সংস্কার/পুনর্গঠন করার জন্য পাইলট উদ্যোগটি ৮ মাস (নভেম্বর ২০২৫ হতে জুন ২০২৬ পর্যন্ত) মেয়াদে বাস্তবায়ন করা হবে। সংস্কারের মাধ্যমে প্রণীত সেক্টরভিত্তিক মন্ত্রণালয়/ বিভাগের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ PIM টুলস প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন ব্যবস্থাপনার দক্ষতা বৃদ্ধি করবে।

📌 গভর্নেন্স সমস্যার বর্ণনা

উন্নয়ন প্রকল্পের অনুমোদন প্রক্রিয়াকরণের মাধ্যমে সরকারি বিনিয়োগ ব্যবস্থাপনায় দক্ষতা আনয়নের উদ্দেশ্যে পরিকল্পনা কমিশনের কার্যক্রম বিভাগ কর্তৃক ২০১৮ সালে PIM টুলস (MAF, SAF ও ডিপিপি প্রণয়ন হ্যান্ডবুক) প্রণয়ন করা হলেও উক্ত টুলসগুলো ব্যবহার না করে বিদ্যমান গতানুগতিক পদ্ধতিতেই প্রকল্প মূল্যায়ন করা হচ্ছে। PIM টুলস ব্যবহার না করার বিষয়ে গত ২৮-৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৫ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনের ভৌত অবকাঠামো বিভাগে একটি জরিপ পরিচালনা করা হয়। জরিপে ৪ জন অতিরিক্ত সচিবের কাছে সরাসরি প্রশ্নপত্রের মাধ্যমে এবং ১৫ জন সহকারী প্রধান, সিনিয়র সহকারী প্রধান ও উপপ্রধানের নিকট ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশনের মাধ্যমে প্রাথমিক তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। জরীপে প্রাপ্ত ফলাফলে দেখা যায় যে, টুলসগুলো অত্যন্ত জটিল, ব্যাপক তথ্যবহুল, সময়সাপেক্ষ প্রক্রিয়া, ডিপিপি সাথে টুলসের সামঞ্জস্যতা না থাকায় তথ্য পাওয়া যায় না, নিয়মিত প্রশিক্ষণের অভাবে কর্মকর্তাদের অনভিজ্ঞতা ইত্যাদি। এসব কারণে গতানুগতিক পদ্ধতিতেই ডিপিপি মূল্যায়ন করায় প্রকল্প ব্যবস্থাপনার দক্ষতা আনা সম্ভব হবে না। ফলে প্রকল্পের Time Overrun ও Cost Overrun সহ নানাবিধ জটিলতার মাধ্যমে প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে।

📌 SWOT Analysis

সবল দিকসমূহ: বিদ্যমান টুলস জাইকার কারিগরি কর্তৃক প্রবর্তিত এবং আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত মানদণ্ড দ্বারা উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন, এপ্রাইজাল ও প্রকল্প পুনর্গঠন করার সুযোগ রয়েছে। সংস্কার প্রক্রিয়া বাস্তবায়নের জন্য দক্ষ জনবল রয়েছে এবং টেকসই করার জন্য রিসার্চ ইউনিট কাজ করতে পারে।

দুর্বল দিকসমূহ: টুলস দুটি জটিল, কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণের অভাবে অপপ্রয়োগ হতে পারে।

সুযোগসমূহ: সংস্কারের ফলাফল সরকারি বিনিয়োগ ব্যবস্থাপনার দক্ষতা বৃদ্ধি করবে।

ঝুঁকিসমূহ: কর্তৃপক্ষের সহযোগিতার অভাবে কাজটি বিলম্ব হতে পারে, তথ্য প্রাপ্তিতে ঘাটতি হতে পারে এবং প্রতিরোধ আসতে পারে।

❖ সংস্কারের বৈশিষ্ট্য

(ক) পাইলটের উদ্দেশ্য: পাইলটিং মন্ত্রণালয়/বিভাগ (রেলপথ বিভাগ এবং নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়) এর প্রকল্পের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে PIM টুলস (MAF, SAF ও ডিপিপি প্রণয়ন হ্যান্ডবুক) সংস্কার/পুনর্গঠন করা।

(খ) পাইলটিং এর স্থান এবং পাইলটিং বিবেচনার যৌক্তিকতা

পরিকল্পনা কমিশনের ভৌত অবকাঠামো বিভাগের রেলপথ উইং-কে পাইলট হিসেবে নেয়া হবে। এই উইং এর আওতায় দুটি বড় মন্ত্রণালয় যথা-রেলপথ বিভাগ ও নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় এর প্রকল্পের প্রকৃতি, কারিগরি বৈশিষ্ট্য, বাস্তবায়ন পদ্ধতি, টেকনোলজি আধুনিক ও উন্নতর প্রযুক্তিসম্পন্ন। উইং এর আওতায় মাত্র দুটি মন্ত্রণালয় থাকায় এই উইং-কে পাইলটিং হিসেবে নেয়া হলে তথ্য-উপাত্ত পাওয়া এবং সুবিধাজোগীদের মধ্যে সমন্বয় সহজ হবে। এর ফলে দ্রুত সময়ের মধ্যে সংস্কার প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে সফলতা পাওয়ার সুযোগ থাকবে এবং পরবর্তীতে পুরো বিভাগে সংস্কার প্রক্রিয়াটি সহজে বাস্তবায়ন করা সম্ভব হবে।

(গ) পাইলটিং কখন শুরু এবং কখন সমাপ্ত হবে?

বাস্তবায়নকাল: নভেম্বর, ২০২৫ হতে জুন, ২০২৬ পর্যন্ত (৮ মাস)।

(ঘ) পাইলটিং এর ফলে কতজন ব্যক্তির উপকার হবে এবং কী পরিমাণ অর্থের সাশ্রয় হবে?

পাইলটিং এর আওতায় রেলপথ বিভাগ ও নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় এবং এর অধীনস্থ সংস্থার প্রকল্পের দক্ষতা বৃদ্ধি পাবে। সেইসাথে পরিকল্পনা কমিশনের ভৌত অবকাঠামো বিভাগের কর্মকর্তা-কর্মচারীগণের দক্ষতা বৃদ্ধি পাবে। এছাড়া, প্রকল্পের সুবিধাজোগী দেশের সকল জনগণও পরোক্ষভাবে উপকৃত হবেন। উক্ত দুটি মন্ত্রণালয়ের আওতায় ৫৩টি প্রকল্পের চলতি ২০২৫-২৬ এডিপিতে বরাদ্দ রয়েছে প্রায় ১৬,৭৪৬ কোটি টাকা, যা মোট এডিপি বরাদ্দের প্রায় ৭.৫০%। পাইলটিং এর আওতায় প্রতিবছর ১০% ব্যয় হ্রাস করার টার্গেট করা হয়েছে।

📌 Theory of Change Framework

সংস্কারের লজিক্যাল ফ্লো (পাইলটিং বিবেচনায় নিয়ে সমস্যা সমাধানের উপায় ও ফলাফল) নিম্নরূপ:

লজিক্যাল ফ্লো	ফলাফল	KPI	মন্তব্য
Impact	প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে সরকারি বিনিয়োগ ব্যবস্থাপনায় দক্ষতা বৃদ্ধি পাবে।	(১) PIM টুলস ব্যবহারকারী মন্ত্রণালয়/বিভাগের সংখ্যা। (২) প্রকল্পের Cost overrun ও Time overrun।	(১) প্রতিমাসে ১০% বৃদ্ধি। (২) গড়ে প্রকল্প প্রতি ২০% হ্রাস।
Outcome	আন্তর্জাতিকভাবে সীকৃত মানদণ্ডের ভিত্তিতে সংস্কারকৃত PIM টুলস এর মাধ্যমে পরিকল্পনা কমিশনের রেলপথ উইং এবং রেলপথ বিভাগ ও নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাগণ দক্ষতার সাথে সহজে, দ্রুত ও স্বাচ্ছন্দে উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন ও এপ্রাইজাল করবে।	(১) মাসিক প্রকল্প প্রক্রিয়াকরণের সংখ্যা। (২) প্রশিক্ষিত কর্মকর্তার হারা। (৩) ডিপিপি অনুমোদনের সময় হ্রাস। (৪) বছরে প্রকল্প ব্যয় হ্রাস।	(১) টার্গেট-১০% বৃদ্ধি। (২) টার্গেট ৯০%। (৩) টার্গেট-২০%। (৪) টার্গেট-১০%।
Output	পাইলটিং মন্ত্রণালয়/বিভাগ (রেলপথ বিভাগ এবং নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়) এর প্রকল্পের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে সংস্কারকৃত PIM টুলস (MAF, SAF ও ডিপিপি প্রণয়ন হ্যান্ডবুক) প্রণয়ন।	(১) সংস্কারকৃত PIM টুলস প্রণয়নে মোট সময়। (২) PIM টুলস ব্যবহারকারীদের অভিমত।	(১) টার্গেট-৮ মাস (২) টার্গেট- সহজে ব্যবহারযোগ্য হবে।
Activities	PIM টুলস (MAF, SAF ও ডিপিপি প্রণয়ন হ্যান্ডবুক) পর্যালোচনা, সমস্যা চিহ্নিতকরণ, Stakeholder Analysis & Management, খসড়া ম্যানুয়াল প্রণয়ন এবং আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা/কর্মশালার মাধ্যমে চূড়ান্তকরণ।	(১) খসড়া ম্যানুয়াল প্রণয়নের সময় (২) চূড়ান্ত ম্যানুয়াল প্রণয়নের সময়	(১) টার্গেট-মার্চ ২০২৬ (২) টার্গেট-জুন ২০২৬
Input	PIM টুলস (MAF, SAF ও ডিপিপি প্রণয়ন হ্যান্ডবুক) এবং রেল উইং এর ১৬ জন দক্ষ জনবল।	(১) কর্মকর্তা-৪ জন (২) কর্মচারী-১২ জন	-

📌 পাইলট বাস্তবায়নের সাথে সম্পৃক্ত বিভিন্ন সংস্থার ভূমিকা ও সম্পৃক্তির পদ্ধতি

পাইলটিং এর আওতায় রেলপথ বিভাগ ও নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় এবং এর আওতাধীন বাস্তবায়নকারী সংস্থা, প্রকল্প পরিচালক, পরিকল্পনা কমিশনের ভৌত অবকাঠামো বিভাগ এবং ক্রস ফাংশনাল মন্ত্রণালয়/বিভাগ হিসেবে কার্যক্রম বিভাগ, আইএমইডিকে মাসিক সমন্বয় সভা, বিশেষ সভা, আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা বা কর্মশালার মাধ্যমে সম্পৃক্ত করা হবে।

✦ পাইলট সংস্কার বাস্তবায়নে বিভিন্ন ধরনের রিসোর্স এর ব্যবহার

প্রস্তাবিত সংস্কার বাস্তবায়নে অন্যতম রিসোর্স হচ্ছে দেশী ও আন্তর্জাতিক বিশেষজ্ঞদের মাধ্যমে প্রণীত আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত তিনটি ম্যানেজমেন্ট টুলস যথা- MAF, SAF এবং ডিপিপি প্রণয়ন হ্যান্ডবুক। এ বিভাগে নিয়োজিত প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে দক্ষ ও অভিজ্ঞ জনবলের মাধ্যমে উক্ত টুলসগুলোকে পাইলটিং মন্ত্রণালয়/ বিভাগের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে (Aligned) পুনর্গঠন করে সংস্কার করা হবে। এছাড়া, এ বিভাগে স্থাপিত রিসোর্স ইউনিট পাইলট কার্যক্রমের টেকসইকরণ ও উন্নয়নে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

✦ সংস্কার উদ্যোগটি সফলভাবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বিস্তারিত কার্যক্রম

ক্রম	কার্যক্রম	কে বাস্তবায়ন করবে	বাস্তবায়নের নির্ধারিত সময়	সমন্বয়ের বিষয়/মন্তব্য
১	PIM টুলস (MAF, SAF ও ডিপিপি প্রণয়ন হ্যান্ডবুক) পর্যালোচনা, সমস্যা চিহ্নিতকরণ, Stakeholder Analysis & Management এবং খসড়া ম্যানুয়াল প্রণয়ন।	ভৌত অবকাঠামো বিভাগের রেলপথ উইং	ডিসেম্বর, ২০২৫	রেলপথ বিভাগ ও নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় এবং ভৌত অবকাঠামো বিভাগের সমন্বয় উইং এর সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ আলোচনা, তথ্য সরবরাহ ও মতামত প্রদানের মাধ্যমে সম্পূর্ণ হবেন।
২	খসড়া ম্যানুয়াল পর্যালোচনা এবং সংশ্লিষ্ট Stakeholder এর মতামত গ্রহণ এবং সংশোধন।	ভৌত অবকাঠামো বিভাগের রেলপথ উইং	এপ্রিল, ২০২৬	আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা, বিশেষ সভা, কর্মশালার মাধ্যমে কার্যক্রম বিভাগ, আইএমইডি, রেলপথ বিভাগ ও নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় এবং অধিদপ্তর/সংস্থা এবং বিশেষজ্ঞদের মতামত গ্রহণ।
৩	ম্যানুয়াল চূড়ান্তকরণ	ভৌত অবকাঠামো বিভাগের রেলপথ উইং	জুন, ২০২৬	সমন্বয় সভা বা বিশেষ সভার মাধ্যমে ভৌত অবকাঠামো বিভাগের অনুমোদনক্রমে চূড়ান্তকরণ।

✦ পাইলট সংস্কার উদ্যোগটির রিপলিকেট/রোলিং আউটসহ টেকসইকরণ পরিকল্পনা

(১) সংস্কারের পর ভৌত অবকাঠামো বিভাগের রেলপথ উইং এবং রেলপথ বিভাগ ও নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় সংস্কারকৃত PIM টুলস এর মাধ্যমে প্রকল্প প্রণয়ন ও এপ্রাইজাল করবে এবং নিয়মিত প্রকল্প মনিটরিং করবে।

(২) গবেষণা ইউনিট সংস্কার উদ্যোগটি ধাপে ধাপে এ বিভাগের অন্যান্য উইং এ সম্প্রসারণ করবে এবং অধিকতর উন্নয়ন ও সংস্কার কার্যক্রম অব্যাহত রাখবে এবং কর্মকর্তা-কর্মচারীদের কর্মকালীন প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করবে।

(৩) সংস্কার উদ্যোগটি মূল PIM টুলস এ অন্তর্ভুক্ত করার বিষয়ে নীতিগত অনুমোদনের ব্যবস্থা করতে হবে।

🔑 গভর্নেন্স সমস্যার বর্ণনা

রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানসমূহ (SOE) কর্তৃক সরকারি কোষাগারে লভ্যাংশ প্রদানের ক্ষেত্রে স্পষ্টভাবে কাঠামোগত ও নীতিগত দুর্বলতা পরিলক্ষিত হয়। অনেক প্রতিষ্ঠান নিয়মিতভাবে মুনাফা অর্জন করলেও সরকারের কোষাগারে প্রত্যাশিত পরিমাণে লভ্যাংশ প্রদান করে না। উদাহরণস্বরূপ, ২০২৩-২৪ অর্থবছরে পেট্রোবাংলা ৪১৮ কোটি টাকা মুনাফা করে সরকারি কোষাগারে ৪০০ কোটি টাকা লভ্যাংশ প্রদান করেছে, যেখানে বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন একই অর্থবছরে ৪,৮৭৫ কোটি টাকা মুনাফা করেও মাত্র ৩০০ কোটি টাকা লভ্যাংশ প্রদান করেছে। এছাড়া, ২০২২-২৩ অর্থবছরে রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানগুলোর মোট লভ্যাংশ প্রদানের পরিমাণ ছিল প্রায় ১,৯৩৩ কোটি টাকা, যা ২০২৩-২৪ অর্থবছরে কমে দাঁড়ায় মাত্র ১,০৩৭ কোটি টাকায়। অথচ এসব প্রতিষ্ঠানে মোট বিনিয়োগের পরিমাণ প্রায় ১,৮৭,০০০ কোটি টাকা। সে প্রেক্ষিতে, বিনিয়োগের বিপরীতে লভ্যাংশ আদায়ের গড় হার দাঁড়ায় মাত্র ০.৫৫ শতাংশ। এই পরিস্থিতি রাষ্ট্রীয় বিনিয়োগের আর্থিক কার্যকারিতা ও সম্পদের দক্ষ ব্যবহার সম্পর্কে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের জন্ম দেয়।

বিনিয়োগের তুলনায় লভ্যাংশ প্রদানের এই নিম্ন ও ক্রমহ্রাসমান প্রবণতার পেছনে কয়েকটি মৌলিক কারণ বিদ্যমান। এর মধ্যে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ হলো রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানসমূহের লভ্যাংশ প্রদানের ক্ষেত্রে সুস্পষ্ট ও কার্যকর নীতিমালার অভাব। বর্তমান পরিস্থিতিতে কোন ধরনের প্রতিষ্ঠান কত শতাংশ লভ্যাংশ দেবে, কখন তা প্রদান করবে এবং কীভাবে তা নির্ধারণ হবে-এসব বিষয়ে কোনো স্পষ্ট নির্দেশনা নেই। ফলে কিছু প্রতিষ্ঠান ইচ্ছামতো লভ্যাংশ প্রদান করছে, আবার কিছু প্রতিষ্ঠান একেবারেই লভ্যাংশ দিচ্ছে না, যা সরকারের রাজস্ব আয়কে অনিশ্চয়তার মধ্যে ফেলেছে। এছাড়া, দুর্বল জবাবদিহি ও তদারকির ঘাটতি, প্রতিষ্ঠানগুলোর আর্থিক ব্যবস্থাপনার অদক্ষতা এবং নীতি-নির্ধারণে রাজনৈতিক প্রভাবও এই সমস্যার গুরুত্বপূর্ণ কারণ হিসেবে কাজ করছে।

এই দুর্বল গভর্নেন্সের ফলে সরকারের রাজস্ব ঘাটতি বৃদ্ধি পায়, বাজেট বাস্তবায়নে চাপ সৃষ্টি হয় এবং প্রতিষ্ঠানগুলোর আর্থিক শৃঙ্খলা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। দীর্ঘমেয়াদে এটি রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের কার্যকারিতা ও প্রতিযোগিতামূলক সক্ষমতা হ্রাস করে এবং নীতিগত অনিশ্চয়তা সৃষ্টি করে। সেক্ষেত্রে কার্যকর নীতিমালা প্রণয়ন, শক্তিশালী মনিটরিং ব্যবস্থা নিশ্চিত করা এবং জবাবদিহিমূলক প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কৃতি গড়ে তোলা টেকসই সমাধানের মূল চাবিকাঠি হিসেবে বিবেচিত হতে পারে।

🔑 সংস্কার উদ্যোগের বর্ণনা

রাষ্ট্রায়ত্ত্ব প্রতিষ্ঠানগুলোর লভ্যাংশ প্রদানে স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার জন্য একটি সুস্পষ্ট, মানসম্মত এবং টেকসই লভ্যাংশ নীতি প্রণয়ন ও তা কার্যকরভাবে বাস্তবায়ন করা অপরিহার্য। এই নীতি সরকারের রাজস্ব আহরণে স্থিতিশীলতা আনবে এবং প্রতিষ্ঠানগুলোকে আর্থিকভাবে আরও দক্ষ ও জবাবদিহিমূলক করে তুলবে। নীতিমালার মাধ্যমে নিম্নলিখিত ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে:

নির্দিষ্ট লভ্যাংশ হার বাধ্যতামূলক করাঃ রাষ্ট্রায়ত্ত্ব প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক নিট মুনাফার একটি নির্দিষ্ট অংশ লভ্যাংশ হিসেবে প্রদান বাধ্যতামূলক করা হবে। এতে প্রতিটি প্রতিষ্ঠানকে সমান মানদণ্ডে মূল্যায়ন করা সম্ভব হবে এবং সরকারের রাজস্ব আহরণে স্থিতিশীলতা তৈরি হবে। এটি প্রতিষ্ঠানের আর্থিক জবাবদিহিতা বৃদ্ধি করবে এবং মুনাফা ব্যবস্থাপনায় শৃঙ্খলা আনবে।

লাভজনকতা ও আর্থিক সক্ষমতার ভিত্তিতে হার নির্ধারণঃ প্রতিটি প্রতিষ্ঠানের লাভজনকতা, আর্থিক সক্ষমতা এবং বাজার পরিস্থিতি বিবেচনা করে লভ্যাংশ হার নির্ধারণ করা হবে। অধিক মুনাফাকারী প্রতিষ্ঠানগুলোকে উচ্চ হারে লভ্যাংশ প্রদানে উৎসাহিত করা হবে। মাঝারি এবং লোকসানি প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্য ভিন্ন ভিন্ন হার নির্ধারণের সুযোগ রাখা হবে। এটি আর্থিক চাপ হ্রাস করবে, বিনিয়োগ বৃদ্ধি করবে এবং প্রতিষ্ঠানগুলোকে টেকসইভাবে লাভজনক হওয়ার দিকে পরিচালিত করবে।

লোকসানি প্রতিষ্ঠানের জন্য পুনর্গঠন পরিকল্পনাঃ যেসব প্রতিষ্ঠান ধারাবাহিকভাবে লোকসান করছে, তাদের জন্য একটি পুনর্গঠন পরিকল্পনা (restructuring plan) গ্রহণ করা হবে। এ পরিকল্পনার মাধ্যমে অপ্রয়োজনীয় ব্যয় হ্রাস, দক্ষতা বৃদ্ধি এবং আয়ের নতুন উৎস সৃষ্টির উদ্যোগ নেওয়া হবে। লোকসানি প্রতিষ্ঠানগুলোকে জোরপূর্বক লভ্যাংশ প্রদানের পরিবর্তে ধাপে ধাপে আর্থিক সক্ষমতা বৃদ্ধির ওপর গুরুত্ব দেওয়া হবে। এর ফলে প্রতিষ্ঠানগুলো ভবিষ্যতে লভ্যাংশ প্রদানে সক্ষম হবে এবং সরকারকে দীর্ঘমেয়াদে রাজস্ব আয় বাড়াতে সহায়তা করবে।

নিয়মিত অডিট ও আর্থিক প্রতিবেদন প্রকাশ বাধ্যতামূলক করাঃ লভ্যাংশ নীতি কার্যকর করতে নিয়মিত অডিট এবং সময়মতো আর্থিক প্রতিবেদন প্রকাশ অপরিহার্য। প্রতিটি প্রতিষ্ঠানকে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে আর্থিক প্রতিবেদন প্রকাশ করতে হবে। স্বাধীন অডিট প্রতিষ্ঠান দ্বারা প্রতিবেদন যাচাইয়ের ব্যবস্থা থাকবে। এটি প্রতিষ্ঠানের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধি করবে এবং সরকারের রাজস্ব পরিকল্পনাকে সঠিক ও নির্ভুল করতে সহায়তা করবে।

লভ্যাংশ প্রদানের নির্দিষ্ট সময়সীমা ও নির্দেশিকাঃ প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্য লভ্যাংশ প্রদানের একটি সুস্পষ্ট সময়সীমা নির্ধারণ করা হবে। অর্থবছর শেষে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে লভ্যাংশ সরকারকে প্রদান করতে হবে। এ সংক্রান্ত প্রক্রিয়া ও শর্তাবলী স্পষ্টভাবে উল্লেখ করে একটি কার্যকর নির্দেশিকা প্রণয়ন করা হবে। এটি রাজস্ব আহরণকে পূর্বানুমানযোগ্য করে তুলবে এবং বাজেট বাস্তবায়নে অনিশ্চয়তা কমাতে সহায়তা করবে।

আন্তর্জাতিক সেরা চর্চার (Best Practices) সাথে সামঞ্জস্যঃ লভ্যাংশ নীতিটি আন্তর্জাতিক সেরা চর্চা অনুসরণ করে প্রণয়ন করা হবে যাতে এটি আধুনিক, স্বচ্ছ এবং টেকসই হয়। বিশ্বব্যাপী ব্যবহৃত লভ্যাংশ নীতি মডেল থেকে শিখে সেগুলোর সাথে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটের সমন্বয় করা হবে। OECD, IMF এবং বিশ্বব্যাংকের নির্দেশিকা বিবেচনা করে নীতিমালা তৈরি করা হবে। এর ফলে নীতি হবে বৈশ্বিক মানসম্পন্ন এবং আন্তর্জাতিক অঙ্গনে স্বীকৃত।

🔑 সংস্কার উদ্যোগের ফলাফল

উপরোক্ত সংস্কার উদ্যোগ বাস্তবায়নের মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানসমূহের লভ্যাংশ প্রদানের ক্ষেত্রে একটি সুস্পষ্ট, কার্যকর এবং বাস্তবায়নযোগ্য নীতি প্রণয়ন করা সম্ভব হবে, যা নিম্নবর্ণিত সুফলগুলো বয়ে আনবেঃ

সরকারের জন্য নির্ভরযোগ্য রাজস্ব প্রবাহঃ সরকারের রাজস্ব আয় হবে পূর্বানুমানযোগ্য। নিয়মিত এবং পূর্বানুমানযোগ্য লভ্যাংশ প্রাপ্তির ফলে সরকারের রাজস্ব প্রবাহ স্থিতিশীল ও নির্ভরযোগ্য হবে। ফলে বার্ষিক বাজেট পরিকল্পনা আরও সঠিক হবে। রাজস্ব অনিশ্চয়তা কমে যাবে এবং সরকার উন্নয়ন প্রকল্প, সামাজিক কল্যাণ কার্যক্রম ও অন্যান্য ব্যয় নির্বাহে নিশ্চিতভাবে বাজেট বরাদ্দ করতে পারবে।

আর্থিক ব্যবস্থাপনায় স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধিঃ নির্দিষ্ট নীতি, নিয়মিত অডিট এবং সময়মতো আর্থিক প্রতিবেদন প্রকাশের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানগুলোতে স্বচ্ছতা বৃদ্ধি পাবে। বোর্ড ও পরিচালনাকে আরও জবাবদিহিমূলক করে তোলা সম্ভব হবে। ফলে দুর্নীতি, অনিয়ম ও অকার্যকর ব্যবস্থাপনার ঝুঁকি হ্রাস পাবে।

রাষ্ট্রের সার্বিক আর্থিক স্থিতিশীলতা বৃদ্ধিঃ লভ্যাংশ নীতি বাস্তবায়নের মাধ্যমে রাষ্ট্রায়ত্ত্ব প্রতিষ্ঠানগুলো আর্থিকভাবে সুসংহত হবে। লোকসানি প্রতিষ্ঠানগুলোর পুনর্গঠন এবং লাভজনক প্রতিষ্ঠানগুলোর স্থিতিশীলতা বজায় থাকবে। সরকারের জন্য অতিরিক্ত ঋণ গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা কমে যাবে এবং অর্থনীতির ওপর চাপ হ্রাস পাবে।

জনগণের আস্থা বৃদ্ধিঃ স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা এবং নিয়মিত আর্থিক প্রকাশনার মাধ্যমে জনগণ ও স্টেকহোল্ডারের মধ্যে আস্থা বৃদ্ধি পাবে। প্রতিষ্ঠানের কর্মদক্ষতা ও ব্যবস্থাপনা মান উন্নত হবে। প্রতিষ্ঠানগুলো টেকসইভাবে লাভজনক এবং দায়িত্বশীল হবে, যা দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও সামাজিক কল্যাণে ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে।

এই নীতি বাস্তবায়নের মাধ্যমে সরকার রাজস্ব আহরণ এবং আর্থিক স্থিতিশীলতা অর্জন করবে, আর রাষ্ট্রায়ত্ত্ব প্রতিষ্ঠানগুলো হবে আরও স্বচ্ছ, জবাবদিহিমূলক ও ফলপ্রসূ হবে।

❖ সংস্কার উদ্যোগের প্রস্তাবিত পরিসংখ্যান

(ক) পাইলট সংস্কার উদ্যোগের শিরোনাম: টেকসই রাজস্ব ব্যবস্থাপনার জন্য রাষ্ট্রায়ত্ত্ব প্রতিষ্ঠানের লভ্যাংশ নীতি প্রণয়ন কৌশল

(খ) কোন প্রতিষ্ঠান উদ্যোগটি বাস্তবায়ন করবে: মনিটরিং সেল, অর্থ বিভাগ।

(গ) কোথায় পাইলটিং হবে এবং এর যৌক্তিকতা: প্রস্তাবিত সংস্কার উদ্যোগের পাইলটিং হবে বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন (বিপিসি) এবং পেট্রোবাংলায়। যৌক্তিকতা: এই প্রতিষ্ঠানগুলো বর্তমানে লাভজনকভাবে পরিচালিত হচ্ছে। তাদের আর্থিক বিবরণী নিয়মিত প্রকাশিত হয় এবং হিসাবগুলি নির্দিষ্ট সময়মতো অডিট করা হয়। ফলে লভ্যাংশ নীতি বাস্তবায়নের প্রভাব ও ফলাফল দ্রুত ও কার্যকরভাবে মূল্যায়ন করা সম্ভব।

(ঘ) পাইলটিং সময়কাল:

জানুয়ারী-মার্চ, ২০২৬।

(ঙ) প্রত্যাশিত ফলাফল:

সরকারের রাজস্ব বৃদ্ধি পাবে এবং রাষ্ট্রায়ত্ত্ব প্রতিষ্ঠানগুলোর স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিতা বাড়বে।

পাইলট বাস্তবায়নের সাথে কারা-কারা সম্পৃক্ত হবেন এবং তাদেরকে কীভাবে কাজে লাগানো যাবে

স্টেকহোল্ডার	ভূমিকা	ব্যবস্থাপনা কৌশল
অর্থ বিভাগের মনিটরিং সেল	নীতি প্রণয়ন ও অনুমোদন প্রদান	স্টেকহোল্ডারদের নিয়ে নিয়মিত বৈঠক আয়োজন, অগ্রগতি প্রতিবেদন উপস্থাপন এবং নীতিগত সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়তা করা
জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগ	বিপিসি এবং পেট্রোবাংলা কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রমের প্রশাসনিক তদারকি ও অনুমোদন	নিয়মিত প্রশাসনিক ফিডব্যাক প্রদান, প্রতিবেদন জমা, রেগুলেটরি নির্দেশনা অনুসরণ এবং প্রয়োজনীয় সমন্বয় নিশ্চিত করা
বিপিসি এবং পেট্রোবাংলার বোর্ড অফ ডিরেক্টর	সংস্কার কার্যক্রমের নীতিগত অনুমোদন এবং কার্যক্রমের তদারকি	মাসিক/ত্রৈমাসিক সভা আয়োজন, প্রতিবেদন উপস্থাপন এবং নীতি প্রণয়নে সক্রিয় অংশগ্রহণ
বিপিসি এবং পেট্রোবাংলা এর ব্যবস্থাপনা	নীতি অনুযায়ী লভ্যাংশ প্রদান, আর্থিক রিপোর্টিং ও নীতি বাস্তবায়ন	প্রশিক্ষণ, ওয়ার্কশপ ও টেকনিক্যাল সহায়তা প্রদান, নিয়মিত মনিটরিং ও ফলোআপ নিশ্চিত করা
অভ্যন্তরীণ কর্মী ও কর্মকর্তারা	কার্যক্রম বাস্তবায়ন এবং নিয়মিত রিপোর্টিং	প্রশিক্ষণ, নির্দেশনা প্রদান, কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন এবং অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ

পাইলট সংস্কার বাস্তবায়নে রিসোর্স মোবাইলাইজেশন

পাইলট সংস্কার কার্যক্রমের সফল বাস্তবায়নে বিভিন্ন ধরনের সম্পদ গুরুত্বপূর্ণ। মানবসম্পদ হিসেবে অর্থ বিভাগের মনিটরিং সেল এবং রাষ্ট্রায়ত্ত্ব প্রতিষ্ঠান অনুবিভাগ থেকে গঠিত বিশেষজ্ঞ দল কার্যক্রম পরিচালনা করবে। সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রায়ত্ত্ব প্রতিষ্ঠানের CFO ও ফিন্যান্স অফিসারদের সম্পৃক্ততা এবং কর্মকর্তাদের নিয়মিত প্রশিক্ষণ নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নকে গতিশীল করবে। আর্থিক সম্পদ যথাযথভাবে ব্যবস্থাপনা করা প্রয়োজন। বাজেট, সরকারি বরাদ্দ বা উন্নয়ন সহযোগীদের অনুদান ব্যবহার করে সভা, ওয়ার্কশপ, সেমিনার ও প্রশিক্ষণ আয়োজন করা সম্ভব। প্রযুক্তি ও তথ্য সম্পদ তথ্য সংগ্রহ, বিশ্লেষণ এবং রিপোর্টিং প্রক্রিয়াকে দ্রুত ও স্বচ্ছ করে। সিদ্ধান্ত গ্রহণ আরও তথ্যনির্ভর ও সময়োপযোগী হবে। সমাজ ও অংশীদারি সম্পদ ব্যবহার করে সরকারি, স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক অংশীদারদের সম্পৃক্ত করা হবে। স্টেকহোল্ডারদের মতবিনিময় এবং জনসচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে সংস্কারের গ্রহণযোগ্যতা ও আস্থা বৃদ্ধি পাবে। এই সমন্বিত ব্যবস্থাপনা সংস্কার উদ্যোগকে কার্যকর ও দীর্ঘমেয়াদে টেকসই করে।

☛ সংস্কার উদ্যোগ সফলভাবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বিস্তারিত কার্যক্রম

ক্রম	কার্যক্রম	কে বাস্তবায়ন করবে	বাস্তবায়নের নির্ধারিত সময়	সমন্বয়ের বিষয়/মন্তব্য
১	পাইলট প্রকল্প পরিকল্পনা ও স্ট্র্যাটেজি চূড়ান্ত করা	মনিটরিং সেল, অর্থ বিভাগ	জানুয়ারি ২০২৬, ১ম সপ্তাহ	স্টেকহোল্ডার বৈঠক এবং স্ট্র্যাটেজি অনুমোদন
২	স্টেকহোল্ডারদের মধ্যে দায়িত্ব বণ্টন	মনিটরিং সেল, অর্থ বিভাগ	জানুয়ারি ২০২৬, ২য় সপ্তাহ	সকল স্টেকহোল্ডারের সাথে সভা করে দায়িত্বের সংজ্ঞায়ন
৩	সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ প্রদান ও সক্ষমতা বৃদ্ধি	মনিটরিং সেল, অর্থ বিভাগ, বিপিসি এবং পেট্রোবাংলা	জানুয়ারি ২০২৬, ৩য় সপ্তাহ	ওয়ার্কশপ ও প্রশিক্ষণ আয়োজন, টেকনিক্যাল সহায়তা প্রদান
৪	তথ্য ও ডাটা সিস্টেম স্থাপন	IT টীম, মনিটরিং সেল এবং iBas++	জানুয়ারি ২০২৬, ৪র্থ সপ্তাহ	তথ্য সংগ্রহ ও মনিটরিং প্ল্যাটফর্ম তৈরি
৫	কার্যক্রম বাস্তবায়ন শুরু	বিপিসি এবং পেট্রোবাংলার বোর্ড এবং ব্যবস্থাপনা	ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ১ম-২য় সপ্তাহ	দৈনন্দিন কার্যক্রমের তদারকি, নির্দেশনা ও অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ
৬	অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ ও মাঝপথ মূল্যায়ন	মনিটরিং সেল, অর্থ বিভাগ	ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ৩য় সপ্তাহ	ডাটা বিশ্লেষণ, সমস্যা চিহ্নিতকরণ ও সমন্বয় করা
৭	পাইলট কার্যক্রমের রিপোর্টিং	মনিটরিং সেল, অর্থ বিভাগ	মার্চ ২০২৬, ১ম সপ্তাহ	ফাইনাল রিপোর্ট উপস্থাপন, ফলাফল ও প্রস্তাবনা প্রদান
৮	ফলাফল বিশ্লেষণ ও নীতি প্রস্তাবনা	মনিটরিং সেল, অর্থ বিভাগ	মার্চ ২০২৬, ২য় সপ্তাহ	অন্যান্য রাষ্ট্রায়ত্ত্ব প্রতিষ্ঠানে সম্প্রসারণ প্রস্তাবনা তৈরি
৯	স্টেকহোল্ডার সমন্বয় সভা	মনিটরিং সেল, অর্থ বিভাগ, বোর্ড অফ ডিরেক্টর, প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়	মার্চ ২০২৬, ৩য় সপ্তাহ	ফাইনাল ফলাফল আলোচনা, নীতি সংশোধন ও সম্প্রসারণ অনুমোদন
১০	মনিটরিং, মূল্যায়ন এবং নীতি চূড়ান্তকরণ	মনিটরিং সেল, অর্থ বিভাগ	মার্চ ২০২৬, ৪র্থ সপ্তাহ	লভ্যাংশ নীতি চূড়ান্তকরণ

✦ পাইলট সংস্কার উদ্যোগের টেকসইকরণ ও জনপ্রিয়করণ কৌশল

পাইলট সংস্কার উদ্যোগটি সফলভাবে বাস্তবায়িত হওয়ার পর তা টেকসই করা, বন্ধ হওয়া রোধ করা এবং অভীষ্ট গ্রুপের মধ্যে জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি করা গুরুত্বপূর্ণ। এ লক্ষ্য গ্রহণযোগ্য কৌশলসমূহ নিম্নরূপ:

উদ্যোগকে ধারাবাহিকভাবে এগিয়ে নেওয়া

পাইলট উদ্যোগের ধারাবাহিকতা নিশ্চিত করতে কার্যক্রমের প্রতিটি ধাপের জন্য স্পষ্ট টাইমলাইন, দায়িত্ব ও সম্পদের বরাদ্দ নিশ্চিত করা অত্যাবশ্যিক। সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারদের নিয়মিত সভা ও সমন্বয় কার্যক্রমের মাধ্যমে অংশগ্রহণ বাড়ানো হবে, যা সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় স্থায়িত্ব আনবে।

উদ্যোগ বন্ধ হওয়ার রোধ

উদ্যোগের সাফল্য ও টেকসইকরণের জন্য সময়মতো অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ ও ঝুঁকি হ্রাস অপরিহার্য। সমস্যা চিহ্নিতকরণের মাধ্যমে দ্রুত সমাধান গ্রহণ এবং স্টেকহোল্ডার ফিডব্যাক অন্তর্ভুক্ত করে কার্যক্রমের স্থায়িত্ব নিশ্চিত করা হবে।

অভীষ্ট গ্রুপে জনপ্রিয়করণ

লক্ষ্যভিত্তিক গ্রুপের মধ্যে উদ্যোগকে জনপ্রিয় করতে পরিষ্কার, স্বচ্ছ ও প্রাসঙ্গিক তথ্য প্রদানের ওপর জোর দেওয়া হবে। ওয়েবিনার, সেমিনার ও সচেতনতামূলক ওয়ার্কশপ আয়োজনের মাধ্যমে কর্মী ও জনগণকে কার্যক্রমের সুফল জানানো হবে।

মনিটরিং ও মূল্যায়ন কার্যক্রম

মনিটরিং কার্যক্রমকে শক্তিশালী করতে নিয়মিত ডেটা সংগ্রহ, বিশ্লেষণ ও প্রতিবেদন উপস্থাপন করা হবে। মধ্যমেয়াদি মূল্যায়নের মাধ্যমে কার্যক্রমের অগ্রগতি যাচাই করা এবং স্টেকহোল্ডার ফিডব্যাক সেশন আয়োজনের মাধ্যমে বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ার উন্নয়ন ও সমস্যা সমাধান নিশ্চিত করা সম্ভব হবে।

টেকসইকরণ নিশ্চিতকরণ

উদ্যোগের দীর্ঘমেয়াদি স্থায়িত্ব নিশ্চিত করতে নীতি ও প্রক্রিয়ায় স্বয়ংসম্পূর্ণতা, স্টেকহোল্ডার সম্পৃক্ততা বজায় রেখে নিয়মিত ফলোআপ, অডিট এবং রিপোর্টিং কার্যক্রম চালানো হবে। পাইলটের সাফল্য দল ও জনগণের কাছে ডকুমেন্ট করা ও প্রকাশ করা হবে, যা টেকসই গ্রহণযোগ্যতা এবং দীর্ঘমেয়াদি স্থায়িত্ব নিশ্চিত করবে।

📌 পটভূমি ও সমস্যা চিহ্নিতকরণ

বাংলাদেশ সরকার ২০৪১ সালের মধ্যে একটি উন্নত অর্থনীতি গড়ে তোলার লক্ষ্যে ১০০টি অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠার ঘোষণা দিয়েছে। কিন্তু বিনিয়োগকারীরা বিভিন্ন অনুমোদন, নিবন্ধন, লাইসেন্স ও সংযোগ পেতে ৩০টিরও বেশি সংস্থার দপ্তরে ঘুরতে হয়, যার কারণে বিনিয়োগ প্রক্রিয়ায় সময় ও ব্যয় বেড়ে যায়। বর্তমানে OSS (One Stop Service) আইনি কাঠামো বিদ্যমান থাকলেও (BEZA Act 2010 এবং OSS Rules 2018) — তা পুরোপুরি কার্যকর হয়নি। বিনিয়োগ অনুমোদনে বিলম্বের ফলে বিদেশি বিনিয়োগকারীদের আস্থা কমছে এবং স্থানীয় উদ্যোক্তারাও জটিলতায় পড়ছে। Doing Business সূচক অনুযায়ী, বাংলাদেশে একটি ব্যবসা শুরু করতে গড়ে ২৫ দিন সময় লাগে, যেখানে আঞ্চলিক গড়ে ১৩ দিন।

📌 পরিবর্তন ও সংস্থার উদ্যোগের লক্ষ্য

- বিনিয়োগকারীদের জন্য দ্রুত ও কার্যকর সেবা প্রদানের লক্ষ্যে OSS প্ল্যাটফর্মকে পূর্ণ কার্যকর করা।
- অনলাইন প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে অনুমোদন প্রক্রিয়ার ডিজিটলাইজেশন এবং সংস্থাগুলোর মধ্যে ইন্টিগ্রেশন নিশ্চিত করা।
- বিনিয়োগের সময় ও ব্যয় কমিয়ে বাংলাদেশকে একটি প্রতিযোগিতামূলক বিনিয়োগ গন্তব্য হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা।

📌 পাইলট উদ্যোগের বিবরণ

পাইলট এলাকা: বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব শিল্পনগর, মিরসরাই (Chattogram)।

সংশ্লিষ্ট সংস্থা: BEZA, BIDA, DOE, RJSC, NBR, Petrobangla, Power Division, Local Government, Port Authority।

মূল কার্যক্রম: OSS প্ল্যাটফর্মে ১৫টি অগ্রাধিকার সেবা ডিজিটালভাবে চালু ও সমন্বয়।

সময়কাল: জানুয়ারি ২০২৬ - ডিসেম্বর ২০২৬।

উপকারভোগী: দেশি ও বিদেশি ৫০০+ বিনিয়োগকারী, উদ্যোক্তা ও প্রতিষ্ঠান।

📌 SWOT বিশ্লেষণ

Strength: আইনি কাঠামো বিদ্যমান, রাজনৈতিক অঙ্গীকার, BEZA-এর প্রযুক্তিগত সক্ষমতা।

Weakness: আন্তঃপ্রাতিষ্ঠানিক সমন্বয়ের অভাব, দক্ষ মানবসম্পদের সীমাবদ্ধতা।

Opportunities: বিদেশি বিনিয়োগ বৃদ্ধি, রপ্তানি বৈচিত্র্য, কর্মসংস্থান সৃষ্টি।

Threats: তথ্য নিরাপত্তা ঝুঁকি, প্রাতিষ্ঠানিক প্রতিরোধ।

❖ স্টেকহোল্ডার বিশ্লেষণ

BEZA: প্রধান নেতৃত্ব ও সমন্বয়কারী সংস্থা।

BIDA ও RJSC: ব্যবসা নিবন্ধন ও বিনিয়োগ অনুমোদন।

NBR: কর ও ভ্যাট নিবন্ধন।

DOE: পরিবেশ ছাড়পত্র।

Petrobangla, BPDB: utility সংযোগ (গ্যাস ও বিদ্যুৎ)।

Port Authority: আমদানি-রপ্তানি লাইসেন্সিং।

বিনিয়োগকারী: সেবার মূল ব্যবহারকারী।

Development Partners (ADB, World Bank): কারিগরি ও অর্থায়ন সহায়তা।

❖ রিসোর্স মোবিলাইজেশন

মানবসম্পদ: OSS সেল, আইটি বিশেষজ্ঞ, সংযোগকারী focal point।

আর্থিক সম্পদ: BEZA বাজেট, ADB সহায়তা, GoB বরাদ্দ।

কারিগরি সম্পদ: OSS প্ল্যাটফর্ম, ইন্টিগ্রেশন সফটওয়্যার, সাপোর্ট সেন্টার।

তথ্যগত সম্পদ: বিনিয়োগকারীদের ডেটাবেইজ, সংস্থাগুলোর API সংযোগ।

❖ বিস্তারিত কার্যক্রম ও সময়সূচি

জানুয়ারি-মার্চ ২০২৬: OSS প্রযুক্তি আপগ্রেড ও Focal Point নিয়োগ।

এপ্রিল-জুন: ১৫টি অগ্রাধিকার সেবা সংযুক্তকরণ।

জুলাই-সেপ্টেম্বর: প্রশিক্ষণ, টেস্ট রান ও ইস্যু সমাধান।

অক্টোবর-ডিসেম্বর: পূর্ণ বাস্তবায়ন ও বিনিয়োগকারী ব্যবহারের জন্য চালু।

❖ ঝুঁকি বিশ্লেষণ

সংস্থাগুলোর প্রতিরোধ বা ধীর প্রতিক্রিয়া → আন্তঃমন্ত্রণালয় চুক্তি ও টাস্কফোর্স।

প্রযুক্তিগত ব্যর্থতা → ব্যাকআপ সার্ভার ও কন্টিনজেন্সি প্ল্যান।

ডেটা সিকিউরিটি ঝুঁকি → সাইবার সিকিউরিটি সেল।

বিনিয়োগকারীর কম অংশগ্রহণ → প্রণোদনা ও প্রচার কার্যক্রম।

❖ পরিবর্তনের তত্ত্ব (Theory of Change)

Input: OSS প্ল্যাটফর্ম, প্রযুক্তি, প্রশিক্ষণ, চুক্তি।

Activity: ইন্টিগ্রেশন, প্রশিক্ষণ, মনিটরিং।

Output: দ্রুত ও ডিজিটাল বিনিয়োগ সেবা প্রদান।

Outcome: অনুমোদনের সময় ও ব্যয় হ্রাস।

Impact: বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধি, বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন।

❖ পরিবর্তন ব্যবস্থাপনা কৌশল

- BEZA নেতৃত্বে কেন্দ্রীয় OSS সেল গঠন।

- সব সংস্থার মধ্যে Service Level Agreement (SLA) স্বাক্ষর।

- প্রশিক্ষণ ও সক্ষমতা বৃদ্ধি কর্মসূচি।

- প্রণোদনাভিত্তিক পারফরম্যান্স মনিটরিং।

❖ টেকসইকরণ কৌশল

- OSS কার্যক্রমকে বার্ষিক বাজেটে অন্তর্ভুক্ত করা।

- সরকারি আইটি সাপোর্ট সেল গঠন।

- BEZA ও সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলোর মধ্যে স্থায়ী API সংযোগ।

- বিনিয়োগকারী ফিডব্যাক সিস্টেম চালু।

❖ মূল্যায়ন ও ফলো-আপ

- মাসিক অগ্রগতি পর্যালোচনা সভা।

- বিনিয়োগকারীর ফিডব্যাক ও হেল্পডেস্ক ডেটা বিশ্লেষণ।

- সংস্থাগুলোর পারফরম্যান্স মূল্যায়ন।

- স্কেল আপ পরিকল্পনা: অন্যান্য অর্থনৈতিক অঞ্চলে সম্প্রসারণ।

❖ KPI এবং ফলাফলভিত্তিক সূচক

ক্র.	সূচক (KPI)	লক্ষ্য	সময়কাল	পরিমাপ পদ্ধতি
১	OSS-এ অগ্রাধিকার সেবা চালু	১৫টি সেবা	ডিসেম্বর ২০২৬	সিস্টেম রিপোর্ট
২	গড় অনুমোদন সময় কমানো	২৫ দিন → ৭ দিন	ডিসেম্বর ২০২৬	প্রক্রিয়া টাইম ট্র্যাক
৩	বিনিয়োগকারীর সন্তুষ্টির হার	৮০%	ডিসেম্বর ২০২৬	সার্ভে
৪	সংস্থাগুলোর অনলাইন সংযোগ	১০টি সংস্থা	জুন ২০২৬	সিস্টেম ইন্টিগ্রেশন রিপোর্ট
৫	নতুন বিনিয়োগ প্রকল্প অনুমোদন	২০০+	ডিসেম্বর ২০২৬	BEZA ডেটা
৬	কর্মসংস্থান সৃষ্টি	৫০,০০০ জন	ডিসেম্বর ২০২৭	বিনিয়োগ ট্র্যাকিং
৭	OSS সিস্টেম uptime	৯৮%	চলমান	আইটি মনিটরিং রিপোর্ট

❖ উপসংহার

OSS কার্যকরীকরণ হলে বিনিয়োগ অনুমোদনের সময় উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পাবে, বিনিয়োগকারীদের আস্থা বাড়বে এবং বিদেশি বিনিয়োগ আকৃষ্ট হবে। এই উদ্যোগ বাংলাদেশকে দক্ষিণ এশিয়ার একটি প্রতিযোগিতামূলক বিনিয়োগ গন্তব্য হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করবে, কর্মসংস্থান ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে অবদান রাখবে। পাইলট সফল হলে এই মডেল সব অর্থনৈতিক অঞ্চলে সম্প্রসারণ করা যাবে।

119th Senior Staff Course

Enabling RIOs to Bring Changes through Leadership



“A civil servant’s signature is not power—it is responsibility”



BPATC